ভিটেমাটি

নাটীকা

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
৩৫।৮, পদ্মপুকুর রোড

—প্রকাশ করেছেন—

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্সের পক্ষে

সত্য বন্ধু ভট্টাচার্য্য

৩৫।৮ পদ্মপুকুর রোড থেকে

—ছেপেছেন—

আনন্দমোহন প্রেসের পক্ষে

অনন্ত কুমার নাগ

২৭।১ স্কুল রো থেকে

—প্রচ্ছদ এঁকেছেন—

শচীন দত্ত

—পরিকল্পনা করেছেন—

সিদ্ধিনাথ সান্যাল

প্রথম সংস্করণ

বৈশাখ—১৩৫৩

দেড় টাকা মাত্র
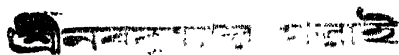
চরিত্র

মধু···চাষী যুবক
মাখন···কামার যুবক
ছোটলাল···শিক্ষিত যুবক
কাদের···চাষী
আমিরুদ্দীন···চাষী
আজিজ···আমিরুদ্দীনের ছেলে
রামঠাকুর···পুরোহিত ব্রাহ্মণ
নকুড়···গ্রাম্য আড়তদার
ভূষণ···চাষী
শম্ভু···চাষী

পদ্মা···শম্ভুর মেয়ে
স্বর্ণ···ছোটলালের স্ত্রী
সুভদ্রা···ছোটলালের বোন

নবকুমার

প্রথম দৃশ্য

সকাল। সবে সূর্য্য উঠেছে। বাড়ীর সামনে আজনে উবু হয়ে বসে মধু চকচকে ধারালো দা দিয়ে একটা বাঁশ চেঁছে সাফ করছিল। কতগুলি ছোট বড় বাঁশের টুকরো কাছে পড়ে আছে। বাড়ীর দেয়াল মাটির ও চালা ছণের। পাশে একটা লাউমাচা। লাউমাচার পিছনে খানিক তফাতে ডোবা আর বাঁশ ঝাড় নজরে পড়ে।

মধুর বয়স সাতাশ আটাশ হবে, দেহ সুস্থ ও সবল। তার গায়ে কোড়া একটা গামছা জড়ানো, পরনে আধ ময়লা মোটা কাপড়, হাঁটুর একটু নীচে পর্য্যন্ত নেমেছে। কোমরে আলগাভাবে একটা গরু বাঁধা দড়ি জড়ানো।

দ্রুতপদে, প্রায় ছুটতে ছুটতে পদ্মা এসে দাঁড়ায় তার চুল এলোমেলো, আঁচল একহাতে কাঁধে চেপে ধরে আছে। এসে দাঁড়িয়ে আঁচল ভাল করে গায়ে জড়িয়ে সে হাঁপাতে থাকে।

মধু। (উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগ্রভাবে) কি হয়েছে পদ্মি?

পদ্মা। বাবার আগে একটি বার পালিয়ে এলাম।

মধু। (একটু হতাশ ভাবে) বাবার আগে!

পদ্মা। নইলে ছুটে আসি ?

মধু। আমি ভাবলাম তোদের বুঝি যাওয়া হ'লনা তাই ছুটে এয়েছিস ভাল খপরটা জানাতে। খুব ভোরে না কথা ছিল রওনা দেবার ?

পদ্মা। ছিল না ? জিনিষ পত্তর গাড়ীতে বোঝাই দিয়েছে কখন। এটা ওটা ছুতো করে আমি দিলাম বেলা করিয়ে। ভাবছি কখন আসে মানুষটা কখন আসে, পথ চেয়ে রইছি ভোর থেকে। যেতে বুঝি পারলে না একবারটি ? না, মন করলে মরুক গে যাক, পদি গেলে মেয়া জুটবে ঢের !

মধু। জুটবে না তো কি ? শম্ভু দাসের মেয়া পদ্মা দাসী ছাড়া বুঝি মেয়া নেই কো পিথিমিতে ? যাচ্ছিস বেশ যাচ্ছিস। ফিরে যদি আসিস কোন দিন, দেখবি তোর তরে বসে নেই মধু, ভূষণ খুড়োর মেয়ারটা তার ঘর করছে।

পদ্মা। ভূষণ খুড়োর মেয়া ! মোহিনী !

মধু। হাসির কি হল ?

পদ্মা। মেয়া নিয়ে পালাচ্ছে ভূষণ খুড়ো। তোমার অদেষ্ট মন্দ।

মধু। পালাচ্ছে ! ভূষণ খুড়োও পালাচ্ছে। ফসল কি করবে ? গাইবাছুর কি করবে ? তিন জোড়া গাই ওর। কালো গাইটা আজ দশদিন হয়নি বিইয়েছে।

পদ্মা। নকুড় ফসল তুলবে, গাইবাছুর, ঘরদোর দেখবে। যদি অবিশ্যি থাকে কিছু শেষতক।

মধু। গচ্ছিত্ রেখে যাবার 'লোক পেয়েছে ভাল।

পদ্মা। উপায় কি। কবে হানা দেবে আবার, ঘরদোর পুড়বে, নিজেরা

প্রাণে মরবে, তার চেয়ে প্রাণ নিয়ে পালানো ভাল।

মধু। যেখানে পালাবে সেখানে হানা দেবে না ওরা ?

পদ্মা। বিপদ সব যাগায় সমান নয়তো।

মধু। কি করে জানবে কোথা বিপদ কম ? ছোটলাল এই কথা বোঝাচ্ছে। যে ভয়ে পালাতে চাইছো এ গাঁ ছেড়ে ও গাঁয়ে, সে ভয়ের এলাকা ছেড়ে তো পালাতে পারবে না। পালাতে দেবেই না।

পদ্মা। আমায় বুঝিয়ে কি হবে ! বাবাকে তো পারলে না বোঝাতে !

মধু। নকুড় পরামর্শ দিচ্ছে, ভূষণ ফুসলাচ্ছে, তোর বাবা কি কিছু বুঝতে চায় ! নকুড় গুছিয়ে নিচ্ছে বেশ তলে তলে। জলের দামে কিনে সব বেচছে। ভূষণ খুড়োর গচ্ছিত যা কিছু দিয়ে যাচ্ছে তাও বেচে দেবে। তারপর সরে পড়বে খাসধুলোয়, এখেনে অসুবিধা হলে।

পদ্মা। না, নকুড় বলেছে সে শ্বশুরঘরে গিয়ে থাকবে, যদ্দিন না হাঙ্গাম থামে।

মধু। শ্বশুর ঘরে গিয়ে থাকবে দু'কোশ দূরে ? মোদের এই জুন পাকিয়ায় হাঙ্গামা হলে বুঝি সেখানে হবে না ?

পদ্মা। এবার হয়নি তো।

মধু। দশগাঁয়ে হয়েছিল, জুনপাকিয়ায় হয়নি তো ! শেষতক হল। পরের বার ওখানে হবে। নকুড়ের কথা ধরিস না। ও লোকটা মতলববাজ, ফাঁহাবাজ।

পদ্মা। থাকগে বাবা, পরের ভাবনা ভাবতে পারি না আর। এমন

ভয় লাগছে মোর।

মধু। তোর আবার ভয় কিসের? তুই তো পালাচ্ছিস!

পদ্মা। নিজের জন্য ডরাচ্ছি নাকি আমি? কি যে হবে ভগবান জানেন! এত করে যেতে বললাম তোমাকে, তোমার সেই এক পাথুরে গোঁ। সত্যি বলছি তোমাকে, যেতে মন চাইছে না আমার।

মধু। মন না চাইলে যাচ্ছিস কেন?

পদ্মা। সাধ করে যাচ্ছি? নিজের খুসিতে যাচ্ছি? তোমার কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। বাবা জোর করে নিয়ে গেলে আমি কি করব। নকুড় বেশী ঘেঁষেনি বাবার কাছে, দে'মশায় কি যে মন্তর দিতে লাগল বাবার কানে, পালাবার জন্য বাবা একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠেছে। দে'মশায় সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। সঙ্গে করে নন্দপুর পৌঁছে দিয়ে আসবে। বলেছে, ক'দিন বাদে আড়তের মালপত্তর বেচে দিয়ে নিজে গিয়ে থাকবে ওখানে। কি মতলব করেছে কে জানে!

মধু। তোকে বিয়ে করবে।

পদ্মা। সেতো নতুন কথা নয়। ঢের দিন থেকে আমার পেছনে লেগেছে! বাবাকে তোষামোদ করছে। আমি ভাবছি, অন্য মতলব যদি করে থাকে লোকটা! ক'দিন থেকে ভেবে ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছিনা কিছুর। তা' যা আমার অদেষ্টে আছে ঘটবে, কোন তো উপায় নেই। তুমি এ গাঁ ছেড়ে পালালে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারতাম। শেষ বারের মত এই কথা বলতে আমি এলাম। (অধীর আগ্রহে) যাও না? তুমিও যাও না চলে? তোমার পায়ে পড়ি এমন একগুঁয়েমি কোরো না। পাঁশকুড়ায় তোমার বোনের

কাছে গিয়ে তো তুমি থাকতে পার বিপদের ক'টা দিন ?

মধু। ক'টা দিন পদি ? বিপদ ক'দিন থাকবে জানিস কিছু ? ছ'মাস, না এক বছর না দশ বছর ? জানতে পারলে হয়তো যেতাম পদি। গেলে পাঁশকুড়ায় যেতাম না, তোদের সঙ্গেই যেতাম।

পদ্মা। তাই গেলেই তো হয় ! বাবা অত করে বলছে তোমাকে—

মধু। তা হয় না পদি। আমি কোথাও যেতে পারব না। ঘরবাড়ী, গাইবাছুর, জমিজমা ফেলে কোথায় যাব ? কি করে যাব ? ধার করে পূবের ভিটের ঘর তুলে দু'বছর সুদ গুনেছি, গায়ের রক্ত জল করে এই সেদিন মহাজনের দেনা শুধলাম। সাত বিঘে বেশী জমি এবার ভাগে চষেছি, কাল পরশু রুইতে সুরু না করলে নয়। এগার কাহণ খড় ধরে রেখেছিলাম, এবার বেচতে হবে। বুড়ো বাপটা সুধু দুধ খেয়ে বেঁচে আছে, লক্ষ্মীকে ফেলে বিদেশে পালালে খেতে না পেয়ে বাপটা আমার মরে যাবে। জমির ধান ঘরে তুললে আমার মা বোন বাপ সারা বছর খাবে। আমার যাওয়ার উপায় নেই, (ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে) কেবল এসব অসুবিধের জন্য নয়, বাবার কথা ভাবলেই মনটা হুহু করে।

পদ্মা। কেন ?

মধু। তুই মেয়ে-মানুষ, বাপের ঘরে বড় হয়ে সোয়ামীর ঘরে চলে যাস ঘরদোর জমিজমার দরদ তুই কি বুঝবি ? বেড়া থেকে একটা কঞ্চি কেউ খুলে নিলে টের পেয়ে যাই। ক্ষেত থেকে এক কোদাল মাটি নিলে মনে হয় এক খাবলা গায়ের মাংস নিয়ে গেছে। সব ফেলে যাবার ক্ষমতা আমার নেই। সবাই পালাক, গাঁ খালি হয়ে

যাক, একা আমি আমার ক্ষেতখামার ঘরবাড়ী গাইবাছুর আগলে গাঁয়ের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবো।

পদ্মা। তবে কি হবে? তুমি এখানে থাকবে, আমি চলে যাব—

(শম্ভুর প্রবেশ। পঞ্চাশ বছরের গৃহস্থ চাষী)

শম্ভু। (ক্রুদ্ধকণ্ঠে) তুই এখানে? চাদ্দিকে ঢুড়ে ঢুড়ে হয়রান হয়ে গেলাম। কি করছিস তুই এখানে বেহায়া বজ্জাত মেয়ে?

মধু। আমি একবারটি ডেকেছিলাম।

শম্ভু। কেন ডেকেছিলে? আমার মেয়েকে তুমি কেন ডাকবে, আমার বিয়ের যুগ্যি এতবড় মেয়েকে? আস্পদ্ধা কম নয় তো তোমার?

মধু। গাঁ ছেড়ে যাওয়া নিয়ে ক'টা কথা বলার ছিল।

শম্ভু। (হঠাৎ উৎসুক হয়ে) তোমার যাওয়ার কথা? মত বদলেছ তুমি? ভগবান সুমতি দিয়েছেন? শোন বলি মধু, প্রাণের ভয়ে গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছি বটে, মন কি যেতে চাইছে মোর। বুকটা হুহু করছে। ঘরদোর এদিকে নষ্ট হবে, বিদেশ বিভুঁয়ে ওদিকে দশা কি হবে মোদের ভগবান জানেন। তুমি যদি সঙ্গে যাও, বুকে জোর পাই আমি।

মধু। তা হয় না।

শম্ভু। ওই এক কথা তোমার। কেন হয় না শুনি? বীরু, ভূষণ, কানাই, নকুড়, বনমালী সবাই যেতে পারে, তুমি যেতে পার না? এমন একগুঁয়ে হয়োনা বাবা। কথা শোন মোর। ছেলেবেলা থেকে শুনেছি বড় ঠাকুরের মুখে, বুদ্ধিমান যে হয় সে কি করে? না, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে। প্রাণ যদি থাকে বাবা, সব বজায়

থাকে, প্রাণ যদি যায় তো ঘরদুয়ার, জিনিষপত্তর থেকে কি হয় মানুষের! কিছু কি রাখবে ওরা, সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। কিসের ভরসায় তবে গাঁয়ে পড়ে থাকা? আমি তোমায় ভাল ছাড়া মন্দ পরামর্শ দেব না মধু। কথা রাখো আমার, চলো একসাথে যাই।

পদ্মা। তাই চলো। একসাথে চলে যাই।

(মধু একবার তার দিকে বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে তাকাল, তারপর চিন্তিতভাবে অন্যদিকে চেয়ে চুপ করে থাকে।)

শম্ভু। (মধুর নীরবতায় উৎসাহিত হয়ে) জান বাবা, কাল আমরা চলে যেতাম, তোমার জন্য প্রাণ হাতে করে একটা দিন দেরী করলাম। শুধু তোমার জন্য। কত কষ্টে মদনের গাড়ী পেইছি মদনকে রাজী করে। বুড়ো ক্যাংটা বলদ দুটো, গাড়ী চলবে টেঙস টেঙস। যাহোক তাহোক, গাড়ীতে সব মালপত্তর বোঝাই দিয়েছি, রওনা হবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, তবু তুমি যদি যাবে বল মধু, আজকেও যাওয়া বন্ধ করে দিতে রাজী আছি। কাল একসাথে রওনা হব। তুমি আমার ছেলের মত, ছেলের চেয়ে বেশী। সেবার যখন ডাকাত পড়ল বাড়ীতে, তুমি সবাইকে ডেকেডুকে নিয়ে সময় মত হাজির হয়েছিলে বলে ধনেপ্রাণে বেচে গেছলাম। সে ঋণ এ জন্মে শোধ হবার নয়। নকুড় তিনশো টাকা পণ দিতে চেয়ে কত সাধাসাধি করেছে, আমি বলেছি, না, আমার জামাই হবে মধু। আজ অবস্থা যেমন হোক, মধুর চেষ্টা আছে, সে উন্নতি করবে।

সে আমার ধনপ্রাণ বাঁচিয়েছে, আমার মেয়ের ধম্মো রক্ষা করেছে, সে ছাড়া কারো হাতে আমি মেয়ে দেব না। মোদের সাথে চলো মধু, যে অবস্থায় যেখানে থাকি, এক মাসের মধ্যে শুভকর্ম্মোটা সেরে ফেলব।

মধু। (অন্যমনস্ক ভাব কেটে আত্মস্থ হয়ে) তাই যদি মন থাকে দাসমশায়, বিয়েটা সেরে দিয়ে ওকে রেখে যাও।

শম্ভু। ডাকাত বেটাদের জন্যে ?

মধু। আমি বেঁচে থাকতে মোর বৌকে ছোঁবে !

শম্ভু। তুমি বেঁচে থাকলে তো !

মধু। আমি যদি মরি, মোর বৌও মরতে পারবে।

শম্ভু। মেয়ের আমার জোর বরাত বলতে হবে, ওমাসে বিয়েটা হয়ে যায়নি। তোমার বৌ হয়ে মরে কাজ নেই, আমার মেয়ে হয়েই মেয়ে আমার বেঁচে থাকবে।

নকুড়ের প্রবেশ। শম্ভুর সমবয়সী গ্রাম্য মহাজন ও আড়তদার। গায়ে গলাবন্ধ গরম কোট, কাঁধে সস্তা চাদর ও পায়ে চটি।

নকুড়। এই যে পাওয়া গেছে। তা আর দেরী করা কেন, বেলা নেহাৎ মন্দ হয়নি।

শম্ভু। না, আর দেরী নেই। দে'মশায়, আমাকে আর দু'কুড়ি এক টাকা ধার দেবে ?

নকুড়। তা—সে নয় দিলাম। টাকাটা লাগবে কিসে ?

শম্ভু। মধু বায়নার টাকা দিয়েছিল, সেটা ফেরত দিয়ে যাব। ওর সঙ্গে

কোন বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকতে চাই না। সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে যাব।

নকুড়। দিচ্ছি। এক্ষুনি টাকা দিচ্ছি।

(কোমর থেকে থলে বার করে টাকা গুণতে লাগল। বোঝা গেল হঠাৎ সে ভারি খুসী হয়ে উঠেছে। বার বার পদ্মার দিকে তাকাতে লাগল।

পদ্মা। তুমি আবার দে'মশায়ের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছ বাবা! শোধ দেবে কি করে ?

নকুড়। আহা, নাই বা শোধ দিল! আমি কি বলেছি শোধ দিতে হবে।

পদ্মা। টাকা নিলে শোধ দিতে হবে না কি রকম? তুমি নিওনা বাবা দে'মশায়ের টাকা।

শম্ভু। তুই চুপ কর।

মধু। আমার টাকা পরে দিলেও চলবে, দাসমশায়। বায়না হিসেবে রাখতে না চাও, ঋণ হিসেবেই টাকাটা । এখন তোমার কাছে থাক্। হাতে টাকা হলে তখন দিও।

নকুড়। (তাড়াতাড়ি কয়েকটি নোট শম্ভুর হাতে দিয়ে) এই নাও দু'কুড়ি এক টাকা। বাড়ী গিয়ে একটা রসিদ দিও—ইষ্টাম্প মারা কাগজ একখানা আছে। হিসেবের জন্য একটা রসিদ নেওয়া—নয় তো তোমাকে টাকা দেব তার আবার রসিদ কি!

শম্ভু। সই করে দেব দে'মশায়, ভেবো না। তোমার বায়নার টাকা ফেরত নাও মধু। (টাকাটা সামনে ফেলে দিল) আজ থেকে মোর সাথে কোন সম্পর্ক রইল না তোমার। চলো আমরা যাই।

নকুড়। আহা হা—দলিলপত্র ফেরত নাও। এমনি টাকাটা দিয়ে চলে যাচ্ছ কি রকম ?

শম্ভু। দলিলপত্র কিছু নেই।

নকুড়। লেখাপড়া হয়নি কিছু ? এমনি টাকা দিয়েছিল ? তুমি অস্বীকার করলে যে চাইবার মুখটি ছিল না ওর !

শম্ভু। টাকা নিয়েছি, অস্বীকার করব কেন দে'মশায় ?

নকুড়। তা বটে, তা বটে। সে কথা বলছি না। এমনি কথার কথা বলছিলাম আর কি যে টাকা যে দিয়েছিল ও তার প্রমাণ কিছু নেই।

মধু। রসিদপত্র কিছু নেই, আদালতে নালিশ হত না, তবু একজন আর একজনের টাকা ফেরত দিয়েছে বলে গা জ্বালা করছে দে'মশায়ের।

নকুড়। টাকা তো মিলেছে অত কথা কেন আবার ?

শম্ভু। চলো আমরা যাই। চল্ পদ্দি বাড়ী চল্।

পদ্মা। বাড়ী গিয়ে আর কি হবে বাবা ? আমি ওই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, তুমি গিয়ে সবাইকে নিয়ে এসো। মোকে মোড় থেকে তুলে নিও।

শম্ভু। আয় বলছি বেহায়া বজ্জাত মেয়ে !

অন্তরালে রামঠাকুরের গলা শোনা গেল—শম্ভু নাকি হে ! ওহে শম্ভু দাঁড়াও, দাঁড়াও।

রামপ্রাণ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ। পরনে পাটের কাপড়, গায়ে উড়ুনি, পূজার বেশ। বগলে কাপড় জড়ানো পুঁথি, হাতে কুশাসন, ঘণ্টা প্রভৃতি আছে। আর আছে বেখাপ্পা রকমের মোটা একটা লাঠি। উড়ুনির

একপ্রান্তে নৈবিদ্যের মত কি যেন বাঁধা। বছর চল্লিশেক বয়স, শুষ্ক শীর্ণ কাঠখোট্টা চেহারা, তবে দুর্ব্বল মনে হয় না। গলার আওয়াজ মোটা ও কর্কশ। জোরে জোরে কথা বলা অভ্যাস।

রামঠাকুর। এই যে নকুড় ও আছ।

নকুড়। প্রণাম হই ঠাকুরমশায়!

রামঠাকুর। কল্যাণ হোক। তোমার সর্ব্বনাশ হবে নকুড়।

শম্ভু। ঠাকুরমশায়, প্রণাম।

রামঠাকুর। কল্যাণ হোক। তুমি উচ্ছন্ন যাবে শম্ভু।

শম্ভু। সকালবেলা শাপমণ্যি দিচ্ছেন কেন ঠাকুরমশায়?

রামঠাকুর। দেব না? আমাকে ফাঁকি দিয়ে চুপি চুপি চোরের মত গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছ, অভিশাপ দেব না তো কি আশীর্ব্বাদ করব?

শম্ভু। সে কি কথা ঠাকুরমশায়। আপনাকে ফাঁকি দিলাম কখন? চোরের মতই বা গাঁ ছেড়ে পালাব কেন?

রামঠাকুর। তাই তো পালাচ্ছ বাপু? দিনক্ষণ গুনিয়ে নিলে না, রওনা হবার সময় দু'টো শান্তিবচন বলতে ডাকলে না, আশীর্ব্বাদ নিলেনা, একটা খবর পর্য্যন্ত দিলেনা, আবার ঠিক আমার গোনা শুভদিনটিতে শুভক্ষণটিতে পালাচ্ছ। বাবুলালবাবুর জন্য কত পাঁজি পুঁথি ঘেঁটে আজকের শুভদিনটি বার করলাম, আমায় ঠকিয়ে আমার শুভদিনটিতে তোমরা যাত্রা করছ। ফাঁকি দেওয়া আর কাকে বলে?

মধু। শুভদিন কি আপনার সম্পত্তি নাকি ঠাকুরমশায়? একজনের জন্য

আপনি দিন দেখে দিলে সে দিন অন্য কেউ গাঁ ছেড়ে যেতে পারবেনা ?

রামঠাকুর। যেতে পারবে না কেন ? আমার দক্ষিণাটা দিয়ে দিলেই যেতে পারবে।

মধু। তাই বলেন, আপনার দক্ষিণা চাই।

শম্ভু। বাবুলালবাবুও কি আজ যাচ্ছেন ঠাকুরমশায় ?

রামঠাকুর। এই মাত্র শুভযাত্রা করিয়ে দিয়ে এলাম। কালরাত্রেই বড়বাবু ব্যাকুল হয়ে আমায় ডেকে পাঠালেন। পাঁচসিকে দক্ষিণা হাতে দিয়ে বললেন, কালের মধ্যে একটা ভাল দিন দেখে দিতে হবে ঠাকুরমশায়। ভাল করে পাঁজি পুঁথি দেখুন। পাঁজিতে আজ যাত্রা নিষেধ লিখেছে। বাবুলালের মা বেঁকে বসেছিলেন, আজ যাওয়া চলতেই পারে না। ঘড়ি পেতে আধ ঘণ্টা গুণে আমি বিধান দিলাম, আজ সকাল দশটার মধ্যে কিঞ্চিৎ পূজার্চ্চনাদির পর যাত্রা অতীব শুভ। সকালে গিয়ে পূজার্চ্চনাদি করে যাত্রা করিয়ে দিয়ে আসছি। বাবুলালবাবু আবার দক্ষিণা দিয়েছেন পাঁচসিকে। বাবুলালবাবু লোক ভাল, তার মঙ্গল হবে। কিন্তু তোমাদের কেমন ধারা বিবেচনা নকুড় ? শম্ভু ? খবর পেয়েছ বড়বাবুকে বিধান দিয়েছি আজ সকালে যাত্রা প্রশস্ত, বামুনকে ফাঁকি দিয়ে আজকেই যাত্রা করছ ! যাচ্ছ, যাও। বারণ করিনে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। বাবুলালবাবুর যাত্রা শুভ বলে কি, তোমাদেরও আজ যাত্রা শুভ ! মানুষে মানুষে তফাৎ নেই ? রাশিচক্রের ভেদ নেই ?

শম্ভু। রাগ করবেন না ঠাকুরমশায়। দিনক্ষণ দেখার কথা খেয়াল হয়নি

মোটে। মাথার কি ঠিক আছে। এই সওয়া পাঁচআনা প্রণামী নিয়ে আশীর্ব্বাদ করুন। (প্রণাম করল) ঠাকুরমশায়কে প্রণাম কর পদ্দি।

পদ্মা প্রণাম করল।

যাত্রা শুভ হবে তো ঠাকুরমশায় ?

রামঠাকুর। হবে বৈ কি। এক কাজ কোরো শম্ভু, নন্দপুরে পৌঁছে দামোদরের পূজো পাঠিয়ে দিও পাঁচসিকে। যাত্রা আরও শুভ হবে। আর তুমি নকুড় ?

নকুড়। আমি দু'দিন পরেই ফিরে আসছি ঠাকুরমশায়। আড়তের মাল-পত্রের ব্যবস্থা করে একেবারে যখন যাব, আপনাকে প্রণাম করে যাব বৈ কি !

রামঠাকুর। দু'দিনের জন্য হোক, একদিনের জন্য হোক, যাত্রা তো করছ বাপু ? বামুনের আশীর্ব্বাদ নিয়েই নয় গেলে ! সওয়া পাঁচআনা পয়সার জন্য অত মায়া কেন ?

নকুড় অগত্যা প্রণামী দিয়ে প্রণাম করলে।

কল্যাণ হোক। বাস, এবার তোমরা যেতে পার ! দমোদরের পাঁচসিকে পূজো পাঠিয়ে দিতে ভুলো না শম্ভু।

শম্ভু। ভুলব না ঠাকুরমশায়।

(শম্ভু, পদ্মা ও নকুড় চলে গেল)

মধু। আপনি তবে রয়ে গেলেন ঠাকুরমশায় ? ও পাঁচসিকে এসে পৌঁছতে ঢের দেরী।

রামঠাকুর। তোমরা যদ্দিন আছ থাকতেই হবে। যেতে হলে তো সম্বল

চাই দু'পয়সা ? যাবার সময় তোমরা কিছু কিছু দিয়ে যাচ্ছ, দেখি যদি তোমাদের সবাইকে শুভযাত্রা করিয়ে নিজের শুভযাত্রার সংস্থান কিছু হয় কিনা। এ বাজারে আমার ব্যবসাটা একটু উঠেছে, এইটুকু যা লাভ মধু। যা মন্দা যাচ্ছিল। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ধাঁধাঁয় পড়ে লোকে শুধু দিচ্ছিল ফাঁকি, বামুনপুরুতকে দু'টো পয়সা দিতে জ্বর আসছিল গায়ে। এখন ভয়ের চোটে এমনি দিশেহারা হয়ে গেছে যে আদায় পত্র হচ্ছে কিছু, চাপ দিয়ে ভয় দেখিয়ে। একটু উঠেছে ব্যবসাটা! তা এ আর ক'দিন! এরপর যা মন্দাটা আসছে, কারবার গুটোতে হবে।

মধু। আপনার আবার ব্যবসা কি ঠাকুরমশায়!

রামঠাকুর। ব্যবসা বৈকি মধু। অন্ততঃ পেশা তো বটে। আমি কিছু বুঝিনে ভেবো না হে। ভক্তিতে কেউ একটি পয়সা দেয় না, যা দেয় ভয়ে। উকিল, মোক্তার, কোবরেজ, ডাক্তারের মত আমিও মোচড় দিয়ে যা পারি আদায় করে নিই। চলা চাইতো আমার। ওদের মত আমিও চক্ষুলজ্জার বালাই বিসর্জ্জন দিয়েছি।

মধু। যেতে না বলে আপনি সবাইকে যেতে বারণ করেন না কেন ঠাকুরমশায়? যে ভাবে সব দিশেহারা হয়ে সব পালাচ্ছে, দুরবস্থার সীমা থাকবে না। আপনি জোর করে বললে হয় তো অনেকে যাওয়া বন্ধ করবে।

রামঠাকুর। কেউ যাওয়া বন্ধ করবে না বাবা। যে আতঙ্ক জন্মেছে, স্ত্রী পুত্র ফেলে যে সবাই উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দেয় নি তাই আশ্চর্য্য। কথা কেউ শুনবেনা মধু। যদি শুনত, বলে দিতাম এ বছর যাত্রা করার

একটাও ভাল দিন নেই, সম্বৎসর অযাত্রা। যাত্রা করিয়ে কিছু কিছু পাচ্ছি, সে পাওয়ার লোভ নয় ছেড়েই দিতাম।

মধু। লোভ আপনার নেই ঠাকুরমশায়।

রামঠাকুর। আমি কলির ব্রাহ্মণ, আমার লোভ নেই, বলো কি হে! লোভ আমার ধর্ম্ম। কথা যারা শুনবে জানি, তাদের থাকতে বলছি মধু। তাও ওই লোভের হিসেবে। সবাই চলে গেলে আমার ব্যবসাই যে মাটি হবে। যত জনকে রাখা যায় ততই আমার লাভ।

ছোটলাল ও মাখন এসে দাড়াল। ছোটলাল মধুর চেয়ে কয়েক বছরের বড়, স্বাস্থ্যবান্ সুশ্রী চেহারা, শ্যামবর্ণ। সাধারণ গ্রাম্য গৃহস্থের বেশ, মোটা কাপড়, সুতার মোটা কাপড়ের কোট, সস্তা মোটা গরম চাদর। পায়ে জুতো আছে, শিশির ভেজা মাটি লাগানো। মাখন তার সময়সী কামারের কাজ করে। গায়ে ফতুয়া, চাদর। কাপড় জামা ঘরে কেচে লালচে রকম সাফ করা। দেখলেই বোঝা যায় কোথাও যাবে বলে তৈরী হয়েছে, কারণ চুলও মোটামুটি আঁচড়ানো।

মধু। আরে, ছোটবাবু!

ছোটলাল। ছোটবাবু ডাকটা বদলাতে পার না মধু? শুনলে মনে হয় আমি যেন তোমাদের জমিদারের ভাই অথবা ছেলে, ছোট তরফ। সবাই ছোটুবাবু বলে, তুমি ছোটবাবু বলে আমায় ছোট করে দাও কেন?

রামঠাকুর। ছোট করে দেয়! হা হা হা।

ছোটলাল। জমিদার বলা আর গালাগাল দেওয়া একই কথা ঠাকুরমশায়।

মধু। ওটা বলা কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে ছোটুবাবু। আপনি গেলেন না?

ছোটলাল। কোথায় গেলাম না?

মধু। ঠাকুরমশায় বললেন আপনারা আজ রওনা হয়ে গেলেন। শুনে ভড়কে গেছলাম।

রামঠাকুর। এই তো দোষ তোমাদের মধু। এমনি করে তোমরা গুজব রটাও আবোল তাবোল, মাথা মুণ্ডু থাকে না। আমি কখন বললাম ছোটলালকে রওনা করিয়ে দিয়ে আসছি? রওনা হলেন বাবুলাল।

ছোটলাল। দাদা পালালে আমিও পালাব মধু?

মধু। তাই তো ভাবছিলাম অবাক হয়ে—। বৌঠান ওনারা?

ছোটলাল। আমার বৌ থাকবে, আমার বোনটাও থাকবে। দাদা তার বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে যাবে পুরী।

মধু। যেতে দেবে?

ছোটলাল। তুমি পাগল মধু। সবাইকে কি ওরা আটকাচ্ছে—গুঁতো দিয়ে গাঁয়ে পাঠাচ্ছে আরও গুঁতো দেবার জন্য? যারা ভালো লোক, মিহি লোক, যাদের অনুগ্রহ করলে ফল পাওয়া যায়, তাদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। পাশ না যোগার করে কি আর কি দাদা যাচ্ছে। আর সত্যি বলি, দাদার ভাই বলেই আমিও আসতে পেরেছি গাঁয়ে। হয় তো আপশোষ করছে সেজন্য এখন!

মধু। তা করছে। মোদের বাঁচাবার চেষ্টায় লেগে যাবেন এমনভাবে তা কি ভাবতে পেরেছিল।

ছোটলাল। দুপুরে একবার এসো মধু ভগবান মাইতির বাড়ীতে। কেউ কেউ ভয় পেয়ে এখানে ওখানে চলে যাচ্ছে, এটা ঠেকাতে হবে। পরামর্শ করা দরকার।

মধু। মোর সাথে পরামর্শ !

ছোটলাল। সবার সাথেই পরামর্শ দরকার। আচ্ছা আমি যাই, সময় নেই।

ছোটলাল চলে যায়।

মধু। তুই সেজেগুজে চলেছিস কোথা মাখন ?

মাখন। শ্বশুর বাড়ী।

মধু। বটে ? বৌ ডেকেছে বুঝি ?

মাখন। জরুরী ডাক, হুকুম একদম। আজ গিয়ে নিয়ে না এলে একলা চলে আসবে। ওর বাপ ভাই আসতে দিতে চায় না, পৌঁছেও দিয়ে যাবে না। এ গাঁয়ে আসতে ওদের ডর লাগে। কি করি, আনতে যাচ্ছি।

রামঠাকুর। তুমিও দেবে নাকি কিছু দক্ষিণা ?

মাখন। আজ্ঞে না ঠাকুরমশায়। শুভ-যাত্রা করছি না, মোর এটা অযাত্রা।

রামঠাকুর। না বাবা, না। এটা শুভ যাত্রাই তোমার। লোকে পালাচ্ছে গাঁ ছেড়ে, বৌ ছেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে, তুমি এ সময় আনতে চলেছ বৌকে ! বিনা দক্ষিনাতেই তোমায় আশীর্বাদ করছি, সবার চেয়ে তোমার যাত্রা শুভ হোক।

মাখন। তুই কবে পালাচ্ছিস মধু ?

মধু। আমি পালাব ?

মাখন। শম্ভু মেয়ে নিয়ে যাচ্ছে আজ। তুই যাবি না ?

মধু। শম্ভু মেয়ে নিয়ে চুলোয় গেলে মোকেও যেতে হবে ?

মাখন। ও বাবা! বলিস কি রে ?

রামঠাকুর। শম্ভু ওর দাদনের টাকা ফেরত দিয়েছে, সঙ্গে গেল না বলে। নকুড়ের কাছ থেকে ধার করে দিয়েছে অবশ্য।

মাখন। বলিস কি রে! তুই যে অবাক করে দিলি !

রামঠাকুর। অবাক তোমরা দুজনেই করেছ বাপু। তুমি যাচ্ছ বৌ কে আনতে, ও যাবে না বলে ছেড়ে দিচ্ছে হবু বৌকে! হা হা হা! যৌবনের লক্ষণ এই। শাস্ত্রে বলেছে, যৌবন—অগ্নি তাপেন উষ্ণ ভবতি শোণিত। এ কিন্তু আমার শাস্ত্র বাপুসকল, ধোঁকা দেব না তোমাদের, মুখ্যু মুখ্যু সরল মানুষ তোমরা। শাস্ত্রটাস্ত্র পাঠ করা হয় নি বাপু আমার, দুটো মুখস্ত মন্ত্র বলতে পারি, বসে

জোরে হাসতে হাসতে রামঠাকুরের প্রস্থান

মাখন। বেশ লোক ঠাকুরমশায়। ওঁর বড় ভাইটা ছিলেন পয়লা নম্বর ভণ্ড তপস্বী।

মধু। বাবুলাল আর ছোটবাবু যেমন।

মাখন। কিন্তু মধু, এ কাজটা কি ঠিক হলো তোর ?

মধু। কোন কাজটা ?

মাখন। ভূষণের হাতে ছেড়ে দিলি পদ্মিকে ? শম্ভুকে বিপদে ফেলে পদ্মিকে ও হাত করবে নির্ঘাৎ। আষ্টে পিষ্টে বেঁধেছে শম্ভুকে।

মধু। আমি কি করব ভাই। সবাইকে বারণ করছি গাঁ ছেড়ে যেতে,

জোর গলায় বলেছি গাঁয়ের সবাই পালালেও আমি পালাব না, মা বোনকে পাঠাব না। নিজেই পালাব এখন? মরলেও তা পারব না।

মাখন। এমনি যদি হানা দিতে থাকে?

মধু। তা হলেও পালাব না। আর ও যদির হিসেব ধরলে কি কুল কিনারা পাব ভাই? ছোটবাবু বলেন, যদি লাগিয়ে সব কিছু ঘটানো যায়, সব কিছু বাতিল করা যায়। বুঝে শুনে তলিয়ে বিচার করে দেখতে হবে সব কথা। আমার মনে বড় লেগেছে কথাটা। পালাব কোথায়? সমুদ্দর ডিঙ্গিয়ে যদি যেতে পারতাম অন্য দেশে তবে নয় কথা ছিল।

মাখন। আমিও তাই ভেবে আনতে যাচ্ছি বৌটাকে।

মধু। ভাল করেছিস। মা বোনকে মামাবাড়ী পাঠাবার কথাটাও কানে তুলি নি আমি। একজনকে ভয় পেতে দেখলে দশজনে ভয় পায়। একজনের সাহস দেখলে দশজনে সাহস পায়।

মাখন। কি কাণ্ডটাই চলছে দেশ জুড়ে।

মধু। দেশ জুড়ে আর কই চলল ভাই। দেশ জুড়ে চললে কি আর ভাবনায় কিছু থাকত, একদিনে সব ভয় ভাবনা চুকে যেত। ছোটবাবু গোড়ায় এসে তাই বলেছিলেন। তখন ভালো রকম বিশ্বাস করিনি কথাটা। এখন সবাই জানছি এ শুধু মোদের এলাকা। ছোট এলাকা পেয়েছে বলেই না বেড়া জালে ঘিরে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়েছে, যা খুসী করছে। এ এলাকার বাইরের মানুষ নাকি জানেও না কি হচ্ছে এখানে। লোকের মুখে দু'চার

জন মাত্তর কিছু কিছু শুনছে।

মাখন। শুনছি, কটা গাঁয়ের ধারে কাছে যেতে নাকি ভরসা পায় না। ভাবলে হাতুড়ি ঠুকতে হাতে যেন জোর বাড়ে।

মধু। কি তেজ, বুকের পাঠা, ভাবলে বুক ফুলে ওঠে সত্যি। আবার যখন ভাবি, কটা মোটে গাঁ, তখন দুঃখ হয়। যেমন বন্যা, তেমনি বাঁধ না হলে কি ঠেকানো যায়। বাঁধ বন্যায় ভেসে যায়। তবে সময় আসবে, বাঁধ আমরা বেঁধে তুলব। সবাই মিলে হাত লাগাব। সময় আসুক।

মাখন। সময় কবে আসবে ভাবি।

মধু। আসবে, আসবে। এমনি অবস্থা কি চলতে পারে। সবাই একজোট হবে, হেথা সেথা ছাড়া ছাড়া ভাবে নয়, সব ঠাঁয়ে। সে আয়োজন হয়নি বলে তো মুস্কিল হল মোদের।

ব্যস্ত ভাবে কাদের, আমিরুদ্দীন ও আজিজের প্রবেশ। তিনজনেই চাষী শ্রেণীর লোক। কাদের মাঝ বয়সী, আমিরুদ্দীন বৃদ্ধ, আজিজ যুবক। আজিজের গায়ে পিরান

কাদের। এই যে মধু ভাই। তোমায় খুঁজছিলাম।

মধু। কি ব্যাপার কাদের ভাই ? টাকাটার জন্য ?

কাদের। হাঁ। মধু ভাই, মোর টাকাটা দাও। তাড়াতাড়ি দাও।

মধু। দিচ্ছি। দেব যখন বলেছি, টাকা নিশ্চয় দেব।

কাদের। কেউ দিচ্ছে না ভাই। নগদ টাকাটা কেউ হাতছাড়া করতে চায় না। নালিশের ভয় দেখালে বলে, কর নালিশ। কোথা

নালিশ করব, কার কাছে! যদি বা করি, নালিশ করে, ডিগ্রী হতে কত সময় যাবে, ছ'মাস বছর বাদে মামলার খরচ শুদ্ধ তিনগুণ দিতে সবাই রাজী, এখন একটা পয়সা দিতে চায় না। আল্লা, আল্লা! কি দুর্দ্দিন, কি দুর্দ্দিন।

(মধু কোমরে বাঁধা গেঁজিয়া থেকে ছটি টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা বার করল। শম্ভুর টাকা মাটিতেই এতক্ষণ পড়েছিল, টাকাটা তুলে গেঁজিয়ায় ভরতে গিয়ে কোমরে গুঁজে রাখল। কাদেরকে তার পাওনা দিল)

মধু। এই যে তোমার ছ'টাকা ছ'আনা।

কাদের। তুমি লোক ভালো তাই চাওয়া মাত্র পেলাম। দে'মশায়ের কাছে দশ মন চালের দাম এক মাসের চেষ্টায় আদায় হল না ভাই। বলেন, আরও দশ মন চাল দিয়ে একসাথে দাম নিয়ে যাবে। আরও দশ মন চাল দিলে খাব কি! চালের দাম কত বেড়ে গেছে, উনি কিনবেন সেই আগের দামে। আল্লা, আল্লা! কি দুর্দ্দিন, কি দুর্দ্দিন!

মধু। দুর্দ্দিন তো বটেই। কেটে যাবে দুর্দ্দিন। খারাপ সময় চিরকাল থাকে না।

আমিরুদ্দীন। আলাপ সুরু করলে কাদের মিঞা? যেতে হবে না?

মধু। তোমরা এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন?

আমিরুদ্দীন। আমরা আজ চলে যাচ্ছি।

কাদের। ব্যস্ত হব না মধু? বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ঘর সংসার গুটিয়ে

যাওয়ার হাঙ্গামা কি সহজ! কোন দিকে যাই কি করি ভেবে দিশেহারা হয়ে গেলাম। একটা গরুর গাড়ী মিলল না। একবেলার রাস্তা কদমসাই, চার টাকা কবুল করে গাড়ী পেলাম না। মেয়েদের হাঁটা ছাড়া উপায় নাই। আল্লা আল্লা!। কি দুর্দ্দিন, কি দুর্দ্দিন।

মধু। নাই বা গেলে কাদের ?

কাদের। মরতে বলো নাকি তুমি ?

আমিরুদ্দীন। শুধু কি মরব ? মোদের জান নেবে, মেয়েদের বেইজ্জৎ করবে।

কাদের। কিসের ভরসায় থাকি বলো ?

ছোটলাল। কিসের ভরসায় যাচ্ছ ? কদমসাই গেলে কি জান বাঁচবে, মেয়েদের ইজ্জৎ বজায় থাকবে কাদের ? কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে তোমাদের মেয়ে বৌ যেখানে হেঁটে যাবে, ওরা সেখানে যেতে পারবে না ? সেখানে বিপদ তোমাদের বেশী হবে। আত্মীয় বন্ধু, গাঁয়ের চেনা লোক, সেখানে তোমাদের কেউ সহায় থাকবে না। বিপদ হলে সেখানে তোমাদের কে দেখবে ভেবে দেখেছ ? তার চেয়ে নিজের গাঁয়ে থাকাই তো ঢের ভাল। বিপদে আপদে গাঁয়ের দশটা লোক ছুটে আসবে।

কাদের। কে আসবে ? সবাই পালাচ্ছে। মানপুরে হানা দেওয়ায় সবাই ডরিয়েছিল। ছোটবাবু ভরসা দিয়ে থাকতে বললেন, শুনে সবার বুকে একটু সাহস জাগল। অনেকে পালাবে ঠিক করেছিল, তারা যাওয়া বাতিল করে দিল। এবার সবাই খবর পেয়েছে ছোটবাবুরা নিজেরাই পালাচ্ছে। শুনে ফের সবাই ভয় পেয়ে

গেছে।

(মাখন ও মধু মুখ চাওয়া চাওয়ি করল)

মধু। ছোটবাবু পালাবেন না কাদের ভাই।

কাদের। (সন্দিগ্ধ ভাবে) পালাবেন না? তবে যে শুনলাম আজ ছোটবাবুরা সব পালাচ্ছেন?

মধু। আজ বাবুলালবাবু চলে গেছেন। ছোটবাবু যাবেন না।

আমিরুদ্দীন। ছোটবাবু একা থাকবেন? একা থাকতে ডর কিসের। যখন খুসী যেতে পারবেন। ডর তো বাচ্চা-কাচ্চা মেয়েদের জন্য।

ম। একা নয় ভাই, তিনিও বাচ্চা নিয়ে, বৌ আর বোনকে নিয়ে থাকছেন। ওকে শাপ দিতে দিতে চলে গেছে বাবুলাল। ওই যে ছোটবাবু ফিরছেন—ওঁকেই জিগ্যেস কর। ছোটবাবু! শুনবেন একবার?

ছোটলাল এল।

ছোটলাল। কি মধু? তোমাদের খবর ভাল?

আজিজ। ছালাম ছোটবাবু।

ছোটলাল। ছালাম। তোমার জ্বর ছেড়েছে আজিজ?

আজিজ। ছেড়ে গেছে।

কাদেরও আমিরুদ্দিন। ছালাম ছোটবাবু। আপনিও পালাচ্ছেন শুনে মোরা ডরিয়ে গেছি। আপনার দাদা চলে গেছেন নাকি?

ছোটলাল। ছালাম, ছালাম। দাদা চলে গেছেন ভাই। অনেক চেষ্টা করলাম রাখবার জন্য, কোন কথায় কান দিলেন, তিনি ভীরু স্বার্থপর

মানুষ। দাদার কথা তোমরা ভাবছ কেন কাদের? এ তো তার বেড়াতে যাওয়ার সামিল। তার টাকা আছে, সহায় আছে, যেখানে যাবেন আরামে থাকবেন। লোকের কথা তো ভাবেন না, কেন থাকবেন হাঙ্গামায়? পশ্চিমে তার বাড়ী আছে। বড়বাবু আমার ভাই, কিন্তু আমি তোমাদের জোর করে বলছি কাদের, তিনি বিদেশী, তিনি তোমাদের গাঁয়ের লোক নন। তিনি গাঁয়ে থাকলেও তোমাদের ভরসা করার কিছু থাকত না, তিনি গাঁ ছেড়ে পালিয়েছেন বলেও তোমাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। গাঁয়ের এই বাড়ী তার একমাত্র ভিটে নয়, গাঁয়ের এক কাঠা জমি তিনি চাষ করেন না! তার সখ হলে তিনি হাজার বার গাঁ থেকে পালাতে পারেন। কিন্তু তোমাদের সে সখ চাপলে তো চলবে না। তোমাদের পালানো মানে নিজের গাঁ ছেড়ে, ভিটে ছেড়ে, জমিজমা ছেড়ে, গাইবাছুর ছেড়ে, আত্মীয় বন্ধু ছেড়ে বিদেশে যাওয়া। বড়বাবু যেখানে যান, কালিয়া পোলাও খেতে পাবেন। তোমরা জমি না চষলে, ফসল ঘরে না তুললে, তোমাদের খাওয়াবে কে?

কাদের ; তবে সত্য কথা বলি ছোটবাবু, অত সব হিসাব না করেও যেতে মন চায় না। রাতভোর ঘুমাই নি, ভোরে উঠে ক্ষেতের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। এত যত্নের নিড়ানো ক্ষেতে আগাছা ভরে যাবে ভাবতে গিয়ে মনটা হু হু করে উঠল। ফিরে এসে ঘরের দিকে চাইলাম, চাল বেয়ে শিশির পড়তে দেখে মনে হল বাড়ীটা যেন কাঁদছে। কিন্তু কি করি, সবাই পালাচ্ছে দেখে ভয় লাগে।

ছোটলাল । সবাই পালাবে না কাদের। তুমি যদি না পালাও, সবাই

পালাবে না। অন্যকে পালাতে দেখে তুমি যেমন ঝোঁকের মাথায় পালাতে চাইছ, তেমনি তোমাকে পালাতে দেখে অন্য আর একজনের পালাবার তাগিত জাগবে। কিন্তু তুমি যদি না পালাও, তোমার দেখাদেখি অন্য দশজনও পালাবে না। মধু পালাবে না কাদের।

কাদের। পালাবে না ?

ছোটলাল। না। শম্ভু ওকে সঙ্গে নেবার জন্য কত চেষ্টা করেছে, বলেছে, ও যদি সঙ্গে যায় সেখানে গিয়েই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে, পনের টাকা অর্দ্ধেক নেবে না। মধু যেতে রাজী হয় নি।

কাদের। তবে কি যাব না ছোটবাবু ?

ছোটলাল। কেন যাবে ? বাড়া ফিরে যাও, আমি আর মধু তোমাদের পাড়ায় যাচ্ছি। অন্য সকলকে বুঝিয়ে ঠেকাতে হবে। সবাইকে বলো গিয়ে, যত গাঁ আছে সব গাঁ ছেড়ে লোক যদি পালাতে আরম্ভ করে, কি অবস্থা হবে ভাব দেখি ? তুমি সবাইকে বুঝিয়ে বলো গিয়ে কাদের, ভয় পেলে চলবেনা। আমরা আসছি। গাঁ ছেড়ে কেউ যাতে না পালায় তার ব্যবস্থা করতেই হবে কাদের।

কাদের। আচ্ছা ছোটবাবু। ছালাম। টাকাটা তুমি তবে ফেরত নাও মধু ভাই। না যদি যাই আজ টাকা না পেলেও চলবে। তোমার সুবিধা মত দিও।

মধু। না, টাকা নিয়েই যাও। আজ হোক কাল হোক তোমার পাওনা মিটিয়ে তো দিতেই হবে।

কাদের। সবাই যদি তোমার মত পাওনা মিটিয়ে দিত, তবে ভাবনা কি ছিল।

আমিরুদ্দীন। ছোটবাবু। দুটো কথা বললেন, অমনি তোমার মন ঘুরে গেল কাদের মিঞা ?

কাদের। ছোটবাবু ঠিক কথা বলছেন।

আমিরুদ্দীন। জীবন ভোর যাদের কথা শুনে কাটল, আজ তাদের কথা হল বেঠিক। নিজের কাজ বাগাতে ছোটবাবু যা বোঝালেন তাই হল ঠিক।

আজিজ। ছোটবাবুর কথা আমারও মনে লেগেছে বাপজান।

আমিরুদ্দীন। চুপ থাক্। ওসব ছেলেমানুষী কথা তোর মত ছেলেমানুষের মনেই লাগে। কাদের যাক বা না যাক, আমি যাব ছোটবাবু আজিজকে নিয়ে। তিন তিনটে যোয়ান ছেলেকে আল্লা ডেকে নিয়েছেন, আমার আর কেউ নাই। একটা ছেলে যদি তিনি রেয়াৎ করেছেন, এই বিপদের মধ্যে ওকে আমি রাখব না।

ছোটলাল। যেখানে যাবে সেখানে বিপদ নেই আমিরুদ্দীন ?

আমিরুদ্দীন। বিপদ তো চারিদিকে ছোটবাবু। এখানের চেয়ে সেখানে তবু বিপদ কম। চল্ আজিজ, আমরা যাই।

আজিজ। তুমি আগাও বাপজান, আমি আসছি। ছোটবাবুর সাথে দুটো কথা কয়ে যাই।

আমিরুদ্দীন। ছোটবাবুর সাথে তোর কিসের কথা ? চটপট সব সেরে নিয়ে যেতে হবে না ? কত পথ হাঁটতে হবে খেয়াল আছে ?

আজিজ। যেতে মন চায় না বাপজান। এক কাজ করা যাক। আজ না গিয়ে দু'দিন বাদে যাব।

আমিরুদ্দীন। ছোটবাবু তোর মাথাও বিগড়ে দিয়েছে ? চল্, চল্, শীগগির চল এখান থেকে।

আজিজ। রসুলদের খবরটা জেনে আসি।

(আমিরুদ্দীনকে কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে চলে গেল)

আমিরুদ্দীন। আরে আজিজ। কোথা যাস্? বদ্ মতলব করবি তো মেরে তোকে লাশ বানিয়ে দেব। ফিরে আয়। ফিরে আয় বলছি! নাঃ, ছোঁড়া পালিয়ে গেল। সারাদিন হয় তো ঘরে ফিরবে না। আজ আর যাওয়া হবে না। আপনি যত নষ্টের গোড়া ছোটবাবু।

কাদের। আঃ—! কি বলো মিঞা?

আমিরুদ্দীন। বলব না? ছেলেটার মাথা খারাপ করে দিলেন! নিজের কাজ নাই, পেছনে লেগেছেন আমাদের।

আমিরুদ্দীন দ্রুতপদে আজিজের উদ্দেশে চলে গেল

কাদের। ছেলে ছেলে করে লোকটা পাগল ছোটবাবু। যোয়ান যোয়ান তিনটে ছেলে মরে গেল, শেষ বয়সের এই ছেলেটাকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না।

ছোটলাল। ওরকম হয় কাদের, স্নেহে অনেক সময় মানুষ অন্ধ হয়ে যায়।

কাদের। ওর ভয় দেখে আরও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ছোটবাবু। আপনার সাথে দেখা হয়ে ভালই হল। আমাদের পাড়ায় আসবেন নাকি?

ছোটলাল। তুমি যাও, আমরা আসছি।

কাদের। ছালাম, ছোটবাবু। আল্লা, আল্লা! কি দুদ্দিন, কি দুদ্দিন!

কাদের চলে গেল

ছোটলাল। আমি জানতাম মধু। আমি জানতাম, দাদার জন্য এ কাণ্ড

হবে। যারা কোনমতে বুক বেঁধে ছিল, তারা ভয় পেয়ে পালাতে আরম্ভ করবে। দাদার হাতে পায়ে ধরতে শুধু বাকী রেখেছি।

মধু। আপনি যে আছেন তাতে লোকে অনেকটা ভরসা পাবে। আপনার জন্য কাদের যাওয়া বন্দ করল।

ছোটলাল। আমি একা কি করব? এ তো একজনের কাজ নয়। সকলে মিলে একসঙ্গে চেষ্টা না করলে কিছুই করা যাবে না। এইসব সরল অশিক্ষিত লোক দুর্দ্দিনে কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ পাবার জন্য যাদের মুখ চেয়ে থাকে, এ দেশের যারা শিক্ষিত ভদ্রলোক, তাদের ভেতরটা পচে গেছে মধু। পুরুষানুক্রমে এদেশে তারা জন্মে আসছে, অথচ দেশের সঙ্গে তাদের কোন যোগ নেই

দ্বিতীয় দৃশ্য

ছোটলালদের বাড়ীর সদরের ঘর। পুরোনো পাকা একতালা বাড়ী, প্রাচানত্বের ছাপ জানালা দরজা দেয়াল সর্বত্রই চোখে পড়ে। দেয়ালে কয়েকখানা বিবর্ণ তৈল চিত্র। ঘর খানা বড়। একদিকে জোড়া দেওয়া তিনটি বড় বড় তক্তপোষ মস্ত ফরাসপাতা, অপরদিকে একটি সাধারণ কাঠের টেবিল এবং তিনটে কাঠের ভারি চেয়ার।

এখন অপরাহ্ণ। পশ্চিমের জানালা দিয়ে হেলানো রোদ এসে পড়েছে ফরাসে। পরিশ্রান্ত ছোটলাল একটা মোটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আছে, ফরাসের একধারে বসে রামঠাকুর হুঁকো টানছেন।

রামঠাকুর। চুরুট বল, সিগারেট বল, তামাকের কাছে কিছু নয়। শ্রান্তি দুর করতে তামাক অদ্বিতীয়। এই যে সারাটা দিন দুজনের ছুটোছুটি গেল এ গাঁ থেকে ও গাঁয়ে এ হাট থেকে ও হাটে, দুজনেই আমরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, কি বল বাবা?

ছোটলাল। সে আর বলতে হবে কেন?

রামঠাকুর। তুমি আধ শোয়া হয়ে বিশ্রাম করছ, আমি বসে বসে তামাক টানছি। পাঁচমিনিট তামাক টেনে আমি চাঙ্গা হয়ে উঠলাম, তুমি এখনো ঝিমুচ্ছো। তামাক ধরো বাবা, তামাক ধরো। এমন

জিনিস নেই।

সুবর্ণ ও সুভদ্রা ঘরে এল বাড়ীর ভেতর থেকে। দুজনে তারা প্রায় সমবয়সী। সুবর্ণ একটু রোগা, তার বুকে কাঁথা জড়ানো শিশু। সুভদ্রার স্বাস্থ্য চমৎকার, দেহের গড়ন অসাধারণ। তার মুখেও শ্রান্তির ভাব সুস্পষ্ট।

সুবর্ণ। বারটা বেজেছে তোমার ?

সুভদ্রা। সত্যি দাদা, কোন ভোরে বেরিয়েছ, বাড়ী ফিরে এলে বেলা চারটেয়। সারাদিন নাওয়া নেই খাওয়া নেই ঘুরে বেড়াচ্ছ, আবার রাতও জাগবে। কি আরম্ভ করে দিয়েছ বলত ?

ছোটলাল। নাওয়া নেই খাওয়া নেই তোকে কে বলল ? রতনপুরের বড় দীঘিতে নেয়ে দই চিড়ে দিয়ে ফলার করেছি ঠাকুরমশায়ের সঙ্গে। সুবর্ণ যে অতগুলো কাঁচাগোল্লা দিয়েছিল সঙ্গে, তাও খেয়ে শেষ করেছি।

সুবর্ণ। সুভদ্রা বহুক্ষণ ফিরেছে। প্রায় দশ মিনিট হবে। কি তারও দু'এক মিনিট বেশী। ঘড়ি তোমাদের ভাইবোনের সমান কদমেই চলছে। এসে চা খেয়েছে, এইবার নেয়ে ভাত খাবে। সন্ধ্যার আগে নাওয়া খাওয়া চুকিয়ে ফেলতে পারবে মনে হয়। অবশ্য এর মধ্যে যদি আবার বেরিয়ে না যেতে হয়।

সুভদ্রা। আমি আর বেরোব না। তুমিও কিন্তু আজ আর বেরোতে পাবে না দাদা।

ছোটলাল। না। যদি যাই তো গাঁয়ের মধ্যেই থাকব, গাঁয়ের বাইরে

যাব না। মেয়েদের ভাব কি রকম বুঝলি সুভদ্রা ?

সুভদ্রা। মেয়েদের নিজস্ব কোন ভাব নেই দাদা। পুরুষদের মনে সে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, মেয়েদের মনে সাড়া জাগছে অবিকল সেই রকম। পুরুষদের ভাবনা মেয়েদের জন্য, মেয়েদের ভাবনা পুরুষদের জন্য— ছেলেমেয়েরা কমন ফ্যাক্টর। এক বিষয়ে মেয়েদের খুব শক্ত দেখলাম। মেয়েদের ওপর অত্যাচার হবে ভেবে পুরুষদের আতঙ্ক হয়েছে, মেয়েরা বিশেষ ভয় পায় নি। কথাবার্তা শুনে যা বুঝলাম, অধিকাংশ মেয়ের বিশ্বাস, নেহাৎ হাবাগোবা মেয়ে না হলে অত্যাচার করার ক্ষমতা কারো হয় না। মেয়েদের নাকি দাঁত আছে, নখ আছে। মেয়েরা নাকি শিং মাছের মত ধরতে গেলে পিছলে পালাতে পারে। ডোবার পুকুরে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে, বালিতে গর্ত খুড়ে, আর ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে মেয়েরা নাকি এমন করে লুকোতে পারে যে পাশ দিয়ে হাজার হাজার লোক চলে গেলেও তাদের একজনও টের পায় না। পুরুষের বেশ ধরে ধুলোবালি মেখে, পাগলী সেজে, গাছের পাতার রস লাগিয়ে হাতে মুখে ঘা করেও নাকি মেয়েরা আত্মরক্ষা করতে পারে। এত করেও যদি নিজেকে বাঁচানো না যায়, মরে যাওয়াটা আর এমন কি কাছে !—ছেলেখেলার ব্যাপার। দুটি ছেলেমানুষ বৌ বিষ দেখলে সিঁদুর কৌটায় ভরে সব সময় আঁচলে বেঁধে রাখে। আর একজন একটা দেশী ক্ষুর ন্যাকড়ায় জড়িয়ে কোমরে গুঁজে রেখেছে।

ছোটলাল। তোর নিজের মন থেকে বল্‌তো সুভা। মরাটা কি তোর কাছেও ছেলেখেলার মত তুচ্ছ ?

সুভদ্রা। সর্ব্বদা নয়, কিন্তু তেমন অবস্থায় তুচ্ছ বৈকি। ধরো দশ পনেরটা গুণ্ডা আমায় জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তখন আর কিছু না পাই নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে হাতের আর্টারিটা কেটে ফেলবার চেষ্ট করব বৈকি।

সুবর্ণ। মাগো মা, কি কথাবার্ত্তা তোমাদের ভাইবোনের! শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়।

ছোটলাল। গায়ে কাঁটা দিলে আর চলবে না, লঙ্কা বাটা লাগার মত গা জ্বালা করাতে হবে। পেলে তোমাকে পেলেও ওরা ছেড়ে কথা কইবেনা।

সুভদ্রা। তুমি যে রকম সুন্দরী, তোমাকেই বরং আগে ধরবে বৌদি। তবে তোমার ভাগ্যে হয়তো ওপরওলা জুটতে পারে। আমায় টানাটানি করবে বাজে লোকে।

সুবর্ণ। আঃ কি যে কর তোমরা! আমার সামনে এসব বিভৎস আলোচনা করো না।

ছোটলাল। চোখ কান বুজে থাকলে আর চলবে না সুবর্ণ। কি হচ্ছে আর কি হবে জেনে বুকে নিজেদের বাঁচবার উপায় আগে থেকে ভেবে ঠিক করে রাখতে হবে। পাগলা কুকুর কামড়াবেই, গাছে চড়াটা শিখে রাখা দরকার।

সুবর্ণ। কেন, লাঠি।

ছোটলাল। লাঠি কই? খালি হাতে চাপড় মারলে আরও হন্যে হয়ে বেশী কামড়াবে। হয় তাড়াতে হবে দূর দূর করে, নয় মারতে হবে গলা টিপে। সেতো আর দু'দশটা গলা বা দুদশ জোড়া হাতের

কাজ নয়। সে সময়ও হয়নি এখন। মিলেমিশে গলা সাধতে হবে, হাতে জোর করতে হবে প্রথমে।

সুবর্ণ। সে কত কাল?

ছোটলাল। যত কাল দরকার হয়। পাঁচ বছর, দশ বছর, বিশ বছর। অবিলম্বে আমাদের কাজ হল ধৈর্য্য ধরে শান্ত থেকে সাময়িক বিপদ থেকে নিজেদের বাঁচানো। কিছুদিন দরকার হলে তাই গাছে চড়তে হবে। পাগলা কুকুরকে কামড়াবার সুযোগ দিয়ে তো লাভ নেই। কি বিভৎস কাণ্ড হচ্ছে চারিদিকে জানো না তো।

সুভদ্রা। জানে না! বৌদি সব জানে দাদা, সব বোঝে। ওর কথা শুনো না। কিছু যে জানতে চায় না বুঝতে চায় না বলে সব ওর ঢং। সেই যে চটি বইটা এনে দিয়েছিলে আমায় পড়তে, কাল সন্ধে বেলা লুকিয়ে উনি সেটা পড়ছিলেন। আমি হঠাৎ গিয়ে দেখি, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে, মুখ লাল, চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। বাচ্চাটা কাঁদছিল, খেয়ালও নেই। আমি যে তুলে আনলাম বাচ্চাকে, তাও টের পায় নি। একটু পরে আবার গিয়ে দেখি বইটা পড়ে আছে কোলের ওপর, দুই চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

সুবর্ণ। ঘুমিয়েছে এতক্ষণে। শুইয়ে দিতে গেলাম। ভাতটাত যদি দয়া করে খান আপনারা, একটু তাড়াতাড়ি আসবেন কি ভেতরে? আর যদি বক্তৃতায় পেট ভরে গিয়ে থাকে তবে অবিশ্যি—

(বলতে বলতে সুবর্ণ ভেতরে চলে গেল)।

সুভদ্রা। আমিও যাই গা ধুয়ে ফেলি। তুমি আসবে না দাদা? ঠাকুর-মশায় দু'টি ভাত খাবেন তো? কেউ জানবেনা অব্রাহ্মণের রান্না

খেয়েছেন।

রামঠাকুর। দুপুরে পেট ভরে খেয়েছি মা, অবেলায় আর খাব না। রাতে খাইও। তুমিও এখন আর ভাত না খেলে বাবা।

ছোটলাল। খিদে থাকলে তো খাব। ওরা বোধ হয় আসছে সবাই নকুড়কে নিয়ে।

সুভদ্রা। নকুড়কে কেন?

ছোটলাল। বড় গোলমাল আরম্ভ করেছে লোকটা। অনেক চাল আর কেরাসিন ছিল, সব লুকিয়ে ফেলেছে। বিক্রি করছে চুপি চুপি, দশ গুণ দামে। এমন চালাক, বলছে যে হানা দিতে এসে ওর সব মাল নিয়ে চলে গেছে। সেটা অসম্ভব নয়, গাড়ী বোঝাই দিয়ে মাল পত্তর অন্য গাঁ থেকে লুটে নিয়েছে শুনছি, কিন্তু এ গাঁ থেকে কিছু নেয় নি জানা কথা। নকুড় ওই ছুতো খাটাচ্ছে।

সুভদ্রা। ব্যাটাকে পিটিয়ে দিও আচ্ছা করে।

ছোটলাল। পেটালে কি কাজ হয়। বরং গাঁয়ের লোক সবাই মিলে না ছিড়ে ফেলে, তাই সামলাতে হচ্ছে। বুঝিয়ে দেখতে হবে।

সুভদ্রা। বুঝবে কি? ও সব লোক বড় অবুঝ।

মধু, মাখন, আজিজ, কাদের ও অন্যান্য গ্রামবাসীর সঙ্গে নকুড়ের প্রবেশ। নকুড়ের মুখখানা গোলগাল তেলতেলা, বোকা ভাল মানুষের মত চেহারা।

নকুড়। প্রাতঃ প্রণাম ঠাকুরমশায়। অবেলায় হঠাৎ আমাকে স্মরণ করলেন কেন ছোটবাবু?

ছোটলাল। বলছি। বোসো।

(অনেক তফাতে ফরাসের একপাস্তে নকুড় সন্তর্পনে উপবেশন করলে)

তোমার কাছে আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে নকুড়।

নকুড়। অনুরোধ ছোটবাবু? আপনি হুকুম করবেন।

ছোটলাল। তোমার লুকোনো চাল আর কেরাসিন বার করে ফেলতে হবে নকুড়। গাঁয়ের লোক লণ্ঠন জ্বালাতে পারে নি। প্রদীপ জ্বেলে কোন মতে চালিয়ে দিয়েছে। যা বাতাস ছিল কাল, প্রদীপ নিয়ে এ ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়া যেতে পারে নি। আমার একটা লণ্ঠন জ্বলেছিল, তাও দশটা বাজতে না বাজতে নিভে গেল।

নকুড়। লুকোনো কেরোসিন কোথায় পাব ছোটবাবু! এক টিন দু'টিন যা আনতাম সদর থেকে, তাই কিছু কিছু বেচছি। চালান বন্ধ, সব বন্ধ, মাল পাব কোথা। আপনি যদি বলেন এক বোতল নয় পাঠিয়ে দেব আপনাকে, নিজের জন্য রেখেছিলাম।

ছোটলাল। কেবল আমাকে দিলে তো চলবে না নকুড়। কেরাসিন তোমার ঢের আছে আমি জানি। পাঁচ সাতটা গাঁয়ের লোকের তিনচার মাস চলে এত কেরাসিন তুমি লুকিয়ে রেখেছো।

নকুড়। কে যে আমার নামে এসব কথা রটাচ্ছে জানি না, ভগবান তার ভাল করুন। তন্ন তন্ন করে তল্লাস করে তো এক ফোটা কেরোসিন পেলেন না।

ছোটলাল। খুঁজে পাই নি বলেই তো তোমায় আমি ডাকিয়েছি। আমি জানি, কেরাসিন তোমার আছে, কোথায় আছে তাই শুধু জানি না। টাকাতো অনেক করেছ ভাই, এই দুর্দ্দিনে লোকের কষ্ট বাড়িয়ে

আর টাকা নাইবা করলে ? কত টাকাই বা হবে ! ভয়ে লোকে, এমনিতেই গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছে, কত যে দুর্দ্দশা ভোগ করছে তার হিসাব নেই। তার ওপর তুমি যদি লোকের অসুবিধে বাড়িয়ে দাও, গাঁয়ে বাস করা অসম্ভব করে তোলো, আরও বহু লোকে পালাবে। অনেকে যাই যাই করেও ঘরবাড়ীর মায়া কাটাতে পারছে না, একটা বাস্তব উপলক্ষ্য পেলেই তাদের মন যাওয়ার দিকে ঝুঁকবে। তুমি সেই উপলক্ষ্য যুগিয়ো না নকুড় ।

নকুড়। আপনি আমার মিছামিছি দুষছেন ছোটবাবু। কেরোসিন লুকিয়ে রেখেছি বলছেন, একটা লুকোনো টিন বার করে আমায় ধরে এনে জুতো মারুন, জেলে দিন, কথাটি কইব না ।

ছোটলাল। যারা শুনতে চায়, তাদের এসব কথা শুনিয়ো খুড়ো। অপরাধ প্রমাণ করে শাস্তি দেবার জন্য তোমায় আমরা ডাকি নি। দশ জনের মঙ্গলের জন্য দশ জনের হয়ে আমি তোমায় অনুরোধ জানাচ্ছি। দান করলে লোকের পুণ্য হয়। তোমাকে দান করতে হবে না! লুকোনো মাল তুমি উচিত দামে ছেড়ে দাও, দানের চেয়ে তোমার বেশী পুণ্য হবে।

নকুড়। লুকোনো মাল ! লুকোনো মাল! বার বার এই এক কথাই বলছেন। কোথায় আমার লুকোনো মাল ? কি মাল ? কার কাছে মাল কিনেছি ? চালের বস্তা আর কেরোসিনের টিন কি আকাশ থেকে আমার উঠানে পড়েছে, না মাটি ভেদ করে উঠেছে ? আমার কি হাজার বস্তা চাল আর হাজার টিন কেরোসিনের ব্যবসা যে অত চাল আর তেল লুকিয়ে ফেলতে পারব ? আমি চিরদিন ছুটকো ব্যাপারী—

দু'চার বস্তা চাল আনি, দু'চার টিন তেল কিনি, তাই খুচরো বিক্রী করি। যে পরিমাণ চাল আর তেলের কথা বলছেন, কিনবার মত টাকাই আমার নেই।

ছোটলাল। তুমি কি একদিনে কিনেছ খুড়ো, অনেকদিন থেকে সঞ্চয় করেছ। বড় বড় চালান এনেছ, সিকি ভাগও বাজারে ছাড় নি। তোমার ধৈর্য্য আর অধ্যবসায়ের প্রশংসা করি খুড়ো, কিন্তু মনুষ্যত্ব একটু দেখাও? তোমার তো ক্ষতি কিছু নেই। লাভ তোমার থাকবেই। অতিরিক্ত লোভটা শুধু তোমায় ত্যাগ করতে বলছি।

নকুড়। বলছেন তো অনেক কথাই ছোটবাবু—আমি অমানুষ, মিথ্যাবাদী, মহাপাপী, লোভী, বলতে আর ছাড়লেন কই! লাভের কথা বলছেন, এ বাজারে চাল ডাল তেল নুন বেচে' কি লাভ করার উপায় আছে ছোটবাবু? লোকসান দিয়ে শুধু কোন মতে টিকে থাকা।

ছোটলাল। ও, তোমার লোকসান যাচ্ছে! কোন মতে টিঁকে আছ!

রামঠাকুর। নকুড় আমাদের ডুবে গেল ছোটুলাল। টাকায় সব জিনিষে দু'টাকা লাভ হচ্ছে না, একটাকা, দেড়টাকা, পৌনেদু'টাকার মধ্যে লাভটা থেকে যাচ্ছে। ক'মাস আগে কাদেরের কাছে তিন টাকা মণ চাল কিনেছিল—ঠিক কেনে নি, বাগয়ে নিয়েছিল, আমার চোখের সামনে সেই চাল সাতগুণ দরে বিকিয়ে দিয়েছে।

নকুড়। ঠাকুরমশায়ের তামাসার আর শেষ নেই।

রামঠাকুর। আমার তামাসা নয় নকুড়। তোমার তামাসার প্রতিধ্বনি। দশটা গাঁয়ের লোকের সঙ্গে তুমি যে তামাসা জুড়েছ তাই ভাঙ্গিয়ে দু'টো কথা বলেছি আমি। তামাসার কি অন্ত আছে তোমার!

বাইরের দোকানের পিছন দিকের ঘরটাও দোকান করেছ, দু' দোকানে বিক্রী করছ সামান্য যা কিছু বিক্রী না করলে চলবে না ভেবেছ, তাই। কাউকে বেচছ বাইরের দোকানে, কাউকে বেচছ ভেতরে—একজনের বেশী দোকানে যেতে পারছে না। দাম নিচ্ছ যত খুসী—সাক্ষী থাকছে না কেউ। একে বলছ শুধু তোমায় দিলাম—ওকে বলেছ তোমায় দিলাম।

ছোটলাল। কিন্তু সাক্ষী ওরা সবাই দিচ্ছে খুড়ো। এতো আদালতের সাক্ষী দেওয়া নয়, সবাই বলছে তোমার কাণ্ডের কথা। তুমি লোকসান দিয়ে আড়ত চালাচ্ছ তাও জানতাম না খুড়ো। এবার থেকে তোমাকে যাতে আর লোকসান দিতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের।

নকুড়। (মৃদু হেসে) আপনি কি ব্যবস্থা করবেন। এর কোন ব্যবস্থা হয় না। যে বাজার, কেনা দামে জিনিষ বেচলে লোকে নেয় না। কিছু কম দামেই সব ছাড়তে হয়।

ছোটলাল। সে আমরা ঠিক করে দেব। জিনিষ কিনতে চেয়ে কেউ আর তোমায় জ্বালাতন করবে না; তোমাকেও আর লোকসান দিতে হবে না।

নকুড়। (সচেতন ও সন্দিগ্ধ হয়ে) কথাটা ঠিক বুঝলাম না ছোটবাবু।

ছোটলাল। কথা খুব সোজা খুড়ো। এ গাঁয়ের বা আশেপাশের কোন গাঁয়ের কেউ আর তোমার কাছে জিনিষ কিনে তোমার ক্ষতি করবে না। এক পয়সার জিনিষ কিনতেও কেউ যাতে তোমার কাছে না যায় সে ব্যবস্থা করব আমরা।

নকুড়। আমায় বয়কট করাবেন ?

ছোটলাল। তোমার ক্ষতি বন্ধ করব। তোমার ভালই হবে। মাল টাল যদি তোমার লুকোনো থাকত তাহলে অবশ্য তোমার অসুবিধে ছিল। তা যখন নেই, তোনার আর ভাবনা কি! তোমার অজ্ঞাতে তোমার দোকানের লোক যদি কিছু মাল লুকিয়ে রেখে থাকে আশে পাশে বেচতে না পেরে হয়তো অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করবে। সে জন্যে একটু কড়া পাহারার ব্যবস্থাও আমরা করে দেব। তোমার কাছে যেমন দু'এক বছরের মধ্যেও কেউ, কিছু কিনতে যাবে না, পাহারাও তেমনি দু'এক বছরের মধ্যে শিথিল করা হবে না।

নকুড়। এ তো শত্রুতা ছোটবাবু।

ছোটলাল। চালবাজী কথা ছেড়ে তুমি যদি সোজা ভাষায় কথা কও খুড়ো, তা হলে আমিও স্বীকার করব, এ শত্রুতা। তুমি দেশের লোকের শত্রু, তোমার সঙ্গে শত্রুতাই করব। কিন্তু একথাও মনে রেখো খুড়ো, শত্রুতা করতে আমরা চাই না। আমাদের শত্রু করা না করা তোমারি হাতে। লুকোনো মালগুলি ছেড়ে দাও অন্যায় দামে কিছু বিক্রি করো না।

নকুড়। আমার মাল নেই। যা বিক্রি করি, উচিত দামেই করি।

ছোটলাল। তুমি নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আনছো খুড়ো। কেবল আমরা নই, আরও শত্রু তুমি সৃষ্টি করছ চারদিকে। তাদের শত্রুতা যে কি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, তোমার সে ধারণা নেই। আমরা তোমার ক্ষতি কিছুই করব না, শুধু তোমার অন্যায় লাভের

চেষ্টায় বাধা দেব। অন্য শত্রুরা তোমায় অত সহজে ছাড়বে না খুড়ো। লোকে এমনিতেই মরিয়া হয়ে উঠেছে, তার ওপর তুমি যদি এ ভাবে চালডাল তেলনুন আটকে রেখে, বেশী দামে বিক্রি করে, তাদের জীবন দুর্ব্বহ করে তোলো, একদিন ক্ষেপে গিয়ে চোখে তারা অন্ধকার দেখবে। সেদিন তোমার গোলা লুট করবে, তোমার ঘরে আগুণ ধরিয়ে দেবে, তোমায় টুকরো টুকরো করে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলবে।

নকুড়। আপনার হয় তো তাই ইচ্ছা। সেই চেষ্টাই করেছেন আপনি।

ছোটলাল। তাহলে আর তোমায় ডেকে এনে এসব কথা তবে বলব কেন খুড়ো? আমার ইচ্ছা, আমার চেষ্টার কথা এ নয়। এ হচ্ছে মানুষের মরিয়া হয়ে, হন্যে হয়ে ওঠার কথা। তুমি তাদের মরিয়া করে, হন্যে করে তুলছো। হাটবাজার, কারবার একরকম বন্ধ তা জানি, মাল চালান একরকম বন্ধ করে দিয়েছে তাও জানি, কিন্তু যা আছে তা কেন লুকিয়ে রাখছ? আমাদের পাহারা বসার ঠিক আগে ক'রাত তোমার অনেক গাড়ী গাঁয়ে এসেছিল, আমরা জানি। কি এসেছিল তাই জানি না। তুমি ভেবে দ্যাখো, বেশী লাভের আশায় খাদ্য আটকে রাখবে, দরকারী জিনিষ আটকে রাখবে, লোকে উপোস করে অসুবিধা ভোগ করে তা সয়ে যাবে, তা কি হয় খুড়ো?

নকুড়। মাল আমার নেই। কিন্তু মাল যদি থাকত, নিজের মাল নিয়ে যা খুসী করার অধিকার আমার থাকত না ছোটবাবু? ন্যায্য অধিকার, আইনের অধিকার? আমার পয়সা দিয়ে কেনা জিনিষ

খুসী হলে বেচব, খুসী না হলে বেচব না। যত খুসী দাব চাইব। কিনবার জন্ত কারো পায়ে ধরে তো সাধি নি আমি।

ছোটলাল। সেধেছ বই কি খুড়ো। এখনো সাধছ! নইলে কেউ তোমার কাছে কিছু কিনতে যাবে না শুনে টনক নড়ে গেল কেন?

নকুড়। টনক আমার অত সহজে নড়ে না ছোটবাবু। আমি বলছি স্থায়-অন্যায়, উচিত অনুচিতের কথা। আমি কারো ধার ধারি না, কারো চুরি করিনি। আমার পেছনে লাগবেন না ছোটবাবু।

মধু। আর সব্র না ছোটবাবু। দে'মশায়ের সঙ্গে কথা কয়ে আপনি পেরে উঠবেন না। স্থায়-অন্যায় উচিত অনুচিতের কথা নিয়ে মুখে অত খৈ ফুটিও না খুড়ো। নিজের পাতে ঝোল টানা সবাই উচিত মনে করে। তোমার নিজের মাল নিয়ে যা খুসী করার অধিকারের কথা বলছ, সবাই সব বিষয়ে অমনি অধিকার খাটালে তোমায় অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ? এক বিষয়েই বলি। টাকা জমিয়েছো এককাঁড়ি, একটা পুকুরও কাটাও নি বাড়ীতে। অন্যের পুকুরের জল খাও। যার পুকুর সে যদি আজ তোমায় বলে, আমার পুকুরের জল নিও না? যদি বলে এক কলসা জলের দাম দশটাকা, খুসী হলে নিও, খুসী না হলে নিও না, নেওয়ার জন্ত তোমার পায়ে ধরে সাধিনি? তখন তুমি কি করবে শুনি খুড়ো?

নকুড়। তোর কাছে বসে আবোল তাবোল কথা শুনব।

মধু। দে'মশায় আগে তোমাকে একদিন বারণ করেছি। আমায় তুই বলা তোমার সাজে না।

নকুড়। তাই নাকি মধুবাবু? আপনাকে সম্মান করে কথা কইতে

হবে? অপরাধ নেবেন না মধুবাবু। আপনি এমন মানী লোক জানতাম না বলে অমর্যাদা করে ফেলেছি। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমাকে উঠতে হল ছোটবাবু! দু'দণ্ড বসে কথা কইবার সময় নেই। কাল ভোর ভোর নন্দপুর যাব। তার আবার হাঙ্গামা অনেক। শম্ভুদাসের মেয়ের সঙ্গে কাল আমার বিয়ে ছোটবাবু।

ছোটলাল। তাই নাকি। নন্দপুর যেতে না যেতে এত তাড়াতাড়ি কেন?

নকুড়। চুকিয়ে ফেলাই ভাল। যে দিনকাল পড়েছে। আপনাকে নেমন্তন্ন করার স্পর্দ্ধা নেই ছোটুবাবু। বাবুলালবাবু স্নেহ করতেন, বাড়ীতে কাজকর্ম্ম হলে গিয়ে পায়ের ধুলো দিয়ে আসতেন। সেই ভরসাতেই আপনাকে বলা।

ছোটলাল। তোমার বিয়েতে আমি যেতে পারব না নকুড়। ওরকম ভণ্ডামি করা আমার পোষাবে না।

নকুড়। আমার অদেষ্ট! তা, মধুবাবু, আপনাকেও নেমন্তন্ন করে যাই। দয়া করে যদি যান। ঠাকুরমশায়কে তো বলাই বাহুল্য। উনি পুরোহিত হয়ে সঙ্গেই যাবেন।

রামঠাকুর। পুরুতগিরি আমি ছেড়ে দিয়েছি নকুড়।

নকুড়। আপনিও যাবেন না ঠাকুরমশায়? আগে যে বলে রেখেছিলেন, আপনাকে পুরুত না করলে ব্রহ্মশাপ লাগবে!

রামঠাকুর। তোমার বিয়েতে মন্ত্র পড়লে ব্রহ্মশাপ আমাকেই লাগবে নকুড়।

নকুড়। এ কি রকম কথা হল? আপনাকে পুরুত ঠিক করে রেখেছি, এখন বলছেন যাবেন না!

রামঠাকুর। যেতে পারব না বাপু। পুরুতগিরি করা রক্তমাংসে মিশে

আছে, কাজে কর্ম্মে ডাক দিলে দেহেমনে ফুর্ত্তি লেগে যায়। তোমার বিয়েতে পুরুতগিরি করার ডাক শুনে মনটা কেমন দমে গেছে, গাটা ঘিনঘিন করছে।

নকুড়। পুরুত অনেক পাব।

নকুড় চলে গেল

ছোটলাল। ব্যাপারটা একটু খাপছাড়া লাগছে। অজানা অচেনা যারগায় গিয়ে এত তাড়াতাড়ি শম্ভু মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে কেন?

রামঠাকুর। নকুড়ের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়েছে, ওর কি আর নিজের বুদ্ধিতে কিছু করবার ক্ষমতা আছে! যা করাচ্ছে নকুড়।

ছোটলাল। কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয় লোকটাকে। একদিকে যেমন ভীরু, অন্যদিকে আবার তেমনি একগুঁয়ে। আমার কি মনে হয় জানেন ঠাকুরমশায়? টাকার চেয়ে দশটা গাঁয়ের লোককে জব্দ করার লোভটাই ওর বেশী। সেই উদ্দেশ্যে মাল লুকিয়ে রেখেছে। ভেবেছিলাম, বুঝিয়ে বললে বুঝবে। কিন্তু ওর মতিগতিই অন্যরকম। মাল ও সহজে ছাড়বে না।

রামঠাকুর। তাই মনে হল। ও ভাল করেই জানে আপনি চেষ্টা করলে ওর দোকানদারি বন্ধ করে দিতে পারেন, মাল যেখানে জমিয়ে রেখেছে সেইখানেই সব পচাতে পারেন। শুনে ভরকেও গিয়েছিল, কিন্তু নরম কিছুতে হল না। এসব লোক একেবারে ভাঙ্গে, মচকায় না।

ছোটলাল। হয়তো অন্য কথা ভাবছে। দেখা যাক। একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। ভেবেচিন্তে সবাই পরামর্শ করে ঠিক করা যাবে।

মাল না সরিয়ে ফেলে সে ব্যবস্থাটা আজ থেকে হওয়া চাই। কাদের, রসুল মিঞাকে কাল সকালে আসতে বোলো তো, মাইতি মশায়ের বাড়ী।

কাদের। বলব।

ছোটলাল। তোমরাও সবাই এসো। আর এক কথা—বিশেষ দরকারী কথা। নকুড়ের ওপর কোনরকম মারধোর গালাগালি কেউ করবে না। সবাই মনে রেখো ভাই, ওরা যেন হানা দিয়ে অত্যাচার করার কোন অজুহাত না পায়, এটা আমাদের দেখা চাই—যত রাগ হোক, যত গা জ্বালা করুক। ঝোঁকের মাথায় কেউ কিছু করব না আমরা।

(ছোটলাল, রামঠাকুর, আর মধু ছাড়া সবাই কলরব করতে করতে চলে যায়)।

ছোটলাল। আমি ভেতর থেকে আসছি।

ছোটলাল ভেতরে যায়

মধু। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। উঠতে বসতে স্বস্তি ছিল না।

রামঠাকুর। বেশ স্বস্তি বোধ হচ্ছে নাকি তোমার?

মধু। গাঁ ছেড়ে সবাইকে ফেলে পালাবার কতবড় লোভটা ছিল, বামুন পণ্ডিত মানুষ আপনি, আপনি কি বুঝবেন। চব্বিশ ঘণ্টা নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করেছি ঠাকুরমশায়। খালি মনে হয়েছে, গেলেই তো হয় নন্দপুর। কার জন্য, কিসের জন্য এখানে পড়ে আছি! এবার থেকে নির্ভাবনা হলাম।

রামঠাকুর। মালিকহীন বোঁচকা পড়ে থাকতে দেখলে চোরেরও ওই রকম

যন্ত্রণাই হয় মধু। মালিক বৌচকা দখল করলে চোর যেন বাঁচে।

মধু। যা বলেছেন ঠাকুরমশায়।

(খাবারেব থালা হাতে ছোটলাল এল)

ছোটলাল। তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম মধু। শিক্ষিত লোকের মন তো! সুভাকে খেতে দেখে হঠাৎ মনে পড়ল, তুমিও তো সারাদিন ঘুরেছ, তোমারও খাওয়া হয় নি। (গলা চড়িয়ে) জল দিয়ে যেও বাইরে একগ্লাস।

(জল নিয়ে সুবর্ণের প্রবেশ)

রামঠাকুর। কেমন লাগছে মধু? ছোটুলাল খাবারের থালা বয়ে এনে দিল, বৌমা জলের গেলাস এনে দিচ্ছেন? ছোটলোক চাষা তুমি, চিরকাল উঠোনের কোণে পাতা পেতে উবু হয়ে বসেছ, বামুন এসে খাবার ছুঁড়ে দিয়েছে পাতে। দেখিস বাবা, লুচি যেন গলায় না ঠেকে, জল খেতে যেন বিষম না লাগে। তোর আবার মন ভাল নয় আজ। আমি আজ উঠি ছোটুলাল। সন্ধেবেলা আবার দামোদরের ব্যাগার ঠেলা আছে।

ছোটলাল। হ্যাঁ, আসুন। বেলা আর বেশী নেই। আপনার ছেলেকে বলবেন আজ রাত্রে তাকে পাহারা দিতে হবে না। সে যেন ভাল করে ঘুমিয়ে নেয়। আজ আরও তিনজন নাম দিয়েছে। আজিজও বলেছে কাল থেকে পাহারা দেবে। ওর বৌয়ের অসুখ কমেছে।

সুবর্ণ। দু'টো ব্যাচে পাহারা দেবার ব্যবস্থা তুলে দিলে?

ছোটলাল। না, দুটো ব্যাচেই পাহারা দেবে। ওই ব্যবস্থাই ভাল, কারো সারারাত জাগতে হয় না। মোট এখন চব্বিশজন হয়েছে, এক

রাতে বারজন করে পাহারা দেবে। ন'টা থেকে দু'টো পর্য্যন্ত ছ'জন, দু'টো থেকে ভোর পর্য্যন্ত ছ'জন। ছ'জন করে পাহারা দিলেই চলবে, তার বেশী দরকার নেই। বাকী সকলে রেডি হয়েই ঘুমোবে।

রামঠাকুর। মরার মত ঘুমোলেও শিঙের শব্দ শুনবে বাবা। যে আওয়াজ তোমার ঠাকুর্দ্দার ওই শিঙের! শুধু ওরা কেন, গাঁ শুদ্ধ লোক আঁতকে জেগে যাবে।

ছোটলাল। সবাই ও শিঙে বাজাতে পারে না। শুনেছি, ঠাকুর্দ্দা যখন আওয়াজ করতেন মনে হত শ'খানেক বাঘ একসঙ্গে গর্জ্জন করছে। মধু বেশ জোরে বাজাতে পারে। ওর আওয়াজ শুনলে বোঝা যায় আরও জোরে ফুঁ দিতে পারলে কি রকম আওয়াজ হত।

রামঠাকুর। কাজ নেই বাবা অত জোরে বাজিয়ে। তোমার পাহারাওয়ালারা যতটুকু জোরে বাজাতে পারবে তাতেই যথেষ্ট হবে। তোমার স্বর্গীয় ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিঙেতে ফুঁ দেবার চেষ্টা যেন ওরা না করে বাবা, বারণ করে দিও। ওদের তাহলে সত্যি সত্যি শিঙে ফুঁকতে হবে।

(রামঠাকুর যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, আমিরুদ্দীন তার গায়ে প্রায় ধাক্কা দিয়ে প্রবেশ করল। পিছনে পিছনে এল কাদের)।

আমিরুদ্দীন। আল্লার কিরে ছোটবাবু, আপনি যদি এমন করে মোর পিছে লাগবে; তোমায় আমি জানে মেরে দেব।

কাদের। একটু সমলে কথা বল মিয়া। চোটপাট কর কেন?

ছোটলাল। কি হয়েছে আমিরুদ্দীন ?

আমিরুদ্দীন। কি হয়েছে জিগেস করছো আপনি কোন মুখে ? আমার ছেলের পেছনে আপনি লেগেছো ক্যানো শুনি ? ছেলেকে নিয়ে আমি যেথায় খুসী যাব, আপনি বারণ করছ কেন ?

ছোটলাল। আমি সকলকেই গাঁ ছেড়ে পালাতে বারণ করছি আমিরুদ্দীন।

আমিরুদ্দীন। এ চলবে না ছোটবাবু। আপনি এমনি বিগড়ে দিয়েছ, ছেলে মোর কথা শোনে না। আজিজ নাকি রাতে গাঁয়ে পাহারা দেবে ? এসব কি মতলব আপনি দিয়েছো আজিজকে ? বাচ্চা বৌ ঘরে একলা পড়ে রইবে, আজিজকে দিয়ে আপনি রাতভোর পাহারা দেওয়াবে তোমার গাঁযে ?

ছোটলাল। গাঁ কি আমার আমিরুদ্দীন। আজিজ কি আমার বাড়ী পাহারা দেবে ? আজিজ পাহারা দেবে তার নিজের ঘরবাড়ী, নিজের বুড়ো বাপ আর বাচ্চা বৌকে। একা নয়, বারজন মিলে পাহারা দেবে, তাদের পেছনে থাকবে গাঁয়ের সব লোক। এতদিন সারারাত নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে এক রাত শুধু কয়েক ঘণ্টা বাইরে এসে তোমার ছেলে পাহারা দেবে, সবার সাথে তোমরাও যাতে বাঁচো—ওর বুড়ো বাপ, ওর কচি বৌ। ওরা হানা দিতে এলে আগে থেকে জানা গেলে কতটা রেহাই হয় সে তো গতবার টের পেয়েছ ? গতবার তবু ভাল ব্যবস্থা ছিল না। এবার আরও আগে আমরা জানতে পারবো—মেয়েদের নিয়ে লুকোতে পারবো। এ ব্যবস্থা তোমার পছন্দ হয় না আমিরুদ্দীন ?

আমিরুদ্দীন। আপনার ওসব মতলব আমি বুঝি না ছোটবাবু। এমনি করে আপনি আজিজকে গাঁয়ে আটকে রাখতে চাও। খাতায় নাম লেখলে, রাতে পাহারা দেওয়ালে, ছেলেমানুষ পেয়ে আপনি ওর দফা নিকেশ করছ। আজিজ পাহারা দেবে না ছোটবাবু। আমি ওকে পাহারা দিতে দেব না।

ছোটলাল। ছেলে তোমার আর ছেলেমানুষ নেই আমিরুদ্দীন। নিজের ভালমন্দ বুঝবার বয়স তার হয়েছে। এতকাল নিজের মতলবে তাকে চালিয়েছ, এবার তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও? তুমি আর ক'দিন বাঁচবে! তখন কি হবে তোমার আজিজের? মতলব পাবে কার কাছে?

আমিরুদ্দীন। (সগর্বে) আরও বিশ বছর বাঁচব আমি। অনেক যোয়ান মরদের চেয়ে আজও গায়ে বেশী জোর আছে ছোটবাবু। লাঠির ঘায়ে আজও দশটা মরদকে ঘায়েল করতে পারি।

ছোটলাল। মরদের মত কথা কও তবে। ছেলেকে মেয়েলোকের মত আড়াল করে না রেখে তাকেও মরদ হয়ে উঠতে দাও।

আমিরুদ্দীন। শোনেন ছোটবাবু। কাল আজিজকে সাথে নিয়ে রসুলপুর যাব। আজিজকে আপনি যদি মানা করবে, ওর মাথা বিগড়ে দেবে একথা সে কথা বলে, আপনাকে আমি দেখে নেব। খুন করে ফাঁসি যাব।

কাদের। সমঝে কথা বল মিয়া। চোট কর কেন?

ছোটলাল। নিজের ছেলেকে এত দরদ কর, অন্যের ছেলের জন্য তোমার দরদ নেই কেন আমিরুদ্দীন? আমায় খুন করেও ছেলেকে তুমি

সামলাতে পারবে না। মরদ হবার ঝোঁক তার চেপে গেছে। মরদের কি করা উচিত সে জেনে গেছে।

কাদের। ধরে বেঁধে ছেলেকে ও হয় তো নিয়ে যেতে পারবে ছোটবাবু। আপনি বাধা দেবেন না।

ছোটলাল। আমি তো জবরদস্তি কাউকে আটকাই নি কাদের। জবরদস্তি কজনকে আটকানো যায় ?

কাদের। ঠিক কথা। কসুর মাপ করবেন ছোটবাবু, আমিও ভেবেচিন্তে দেখলাম গাঁয়ে আর থাকা উচিত নয়। ওদের সাথে আমিও কাল চলে যাব। মন ঠিক করে ফেলেছি, আমাকে আর থাকতে বলবেন না।

ছোটলাল। যা বলার ছিল আগে অনেকবার তোমায় বলেছি কাদের।

কাদের। তাই তো আপনাকে না জানিয়ে যেতে পারলাম না। নয় তো চুপে চুপে পালিয়ে যেতাম। আপনি সব ঠিক কথাই বলেছেন। পালিয়ে যাওয়া স্রেফ বোকামি হবে। কিন্তু সবাই যদি থাকে তবে না গাঁয়ে থাকা যায়। সবাই যদি পালায় দু'চারজন থেকে মুস্কিলে পড়ব।

ছোটলাল। (চিন্তিতভাবে) হঠাৎ তোমার মত বদলাবার কারণটা ঠিক বুঝতে পারছি না। সবাই তো পালাই নি কাদের। দু'চার জন মোটে গেছে।

কাদের। আরও যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে গাঁ খালি হয়ে যাবে। তখন হয় তো আর পালাবার ফুরসৎ মিলবে না। তার চেয়ে সময় থাকতে পালানোই ভাল।

ছোটলাল। তাই দেখছি।

কাদের। (অপরাধীর মত) কসুর নেবেন না ছোটবাবু। যেতে মন চায় না। গিয়ে কি মুস্কিলে পড়ব ভাবলে ডর লাগে। কিন্তু উপায় কি বলেন? বাঁচা তো চাই।

ছোটলাল। কত চেষ্টায় সকলের ভয় অনেকটা কমানো গেছে। তোমরা গেলে আবার সকলের ভয় বেড়ে যাবে। আবার সবাই দিশেহারা হয়ে উঠবে। তোমাদের কেন যে—

আমিরুদ্দীন। ওসব শুনতে চাই না ছোটবাবু।

কাদের। আর কিছু বলবেন না ছোটবাবু।

ছোটলাল। না, আর কিছু বলব না তোমাদের। রসুলপুরে তোমার কে আছে আমির? কার কাছে যাবে?

আমিরুদ্দীন। আমার জামাই আছে। নাম খলিল। আমাদের খুব খাতির করে। আমরা গেলে বড় খুসী হবে ছোটবাবু।

(আজিজের প্রবেশ)

আজিজ। (আমিরুদ্দীনকে) বাড়ী এসো শীগগির। খলিল এসেছে।

আমিরুদ্দীন। খলিল? খলিল কোথা থেকে এল?

আজিজ। রসুলপুর থেকে, আবার কোথা থেকে?

আমিরুদ্দীন। খলিল এল কেন রসুলপুর থেকে? আমরা তো যাব রসুলপুরে তার কাছে! আমাদের নিতে এসেছে হবে, অ্যাঁ?

আজিজ। উহুঁক্। পালিয়ে এসেছে। বাপ দাদা সবাইকে নিয়ে।

আমিরুদ্দীন। আমিনা?

আজিজ। আরে, সব চলে এল, আমিনাকে কি ফেলে রেখে আসবে?

আমিনা এসেছে, বাচ্চাকাচ্চা সব এসেছে। দুটো বাচ্চার বেদম জ্বর।

কাদের। ওরা পালিয়ে এসেছে কেন?

আজিজ। মজিলপুরে ঘাঁটি পড়েছে মস্ত।

কাদের। মজিলপুর তো দূর আছে রসুলপুর থেকে।

আজিজ। দূর হলে কি হবে, সবাই আরও দূরে ভাগছে।

(আজিজের সঙ্গে আমিরুদ্দীন চলে গেল।)

কাদের। আমি তবে কি করব ছোটবাবু!

ছোটলাল। তুমিও কি রসুলপুর যাচ্ছিলে নাকি?

কাদের। না, কিন্তু আমি যেখানে যাব সেখান থেকেও সবাই যদি পালিয়ে থাকে! যার কাছে যাব, গিয়ে যদি দেখি সে নেই! যদি বা থাকে, আবার দু'দিন পরে ফের সেখান থেকে যদি অন্য কোথাও পালাতে হয়।

ছোটলাল। তুমিই ভেবে দ্যাখো কি করবে?

কাদের। তবে কি যাব না ছোটবাবু?

ছোটলাল। তুমিই বুঝে দ্যাখো।

কাদের। ওই আমিরুদ্দীন বলে বলে মনটা বিগড়ে দিয়েছে ছোটবাবু। ও তো আর যাবে না। আমিই বা তবে কেন যাব মিছামিছি!

ছোটলাল। (হেসে) যেও না।

(একটু দাঁড়িয়ে থেকে উসখুস করে লজ্জিতভাবে ধীরে ধীরে কাদের চলে গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

পূর্ব্বের দৃশ্য। রামঠাকুর লিখছে। সুভদ্রা, সুবর্ণ, ছোটলাল ও মধু।

সুবর্ণ। সারাদিন ঠাকুরমশায়কে দিয়ে তুমি কি অত লেখাচ্ছ বল তো?

ছোটলাল। কতগুলি লিষ্ট তৈরী করতে দিয়েছি।

সুবর্ণ। কিসের লিষ্ট?

ছোটলাল। গ্রাম মৈত্রী সঙ্ঘের লিষ্ট। প্রত্যেকটি গ্রামকে যতদূর সম্ভব আত্মনির্ভরশীল হতে হবে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে গ্রামে গ্রামে একটা যোগাযোগ না থাকলেই বা চলবে কি করে। আমি এই যোগাযোগটা গড়ে তুলবার চেষ্টা করছি।

সুবর্ণ। কি রকম যোগাযোগ?

ছোটলাল। মিলেমিশে পরামর্শ করে বিশেষ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হওয়া, পরস্পরকে সাহায্য করা। সঙ্ঘের প্রত্যেকটি গ্রাম সম্পর্কে সমস্ত বিবরণ অন্য প্রত্যেকটি গ্রামের জানা থাকবে। লোকসংখ্যা, বাড়ী ঘরের সংখ্যা, স্বাস্থ্যের অবস্থা, জলের ব্যবস্থা, পথঘাট, যানবাহন ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ। এক গ্রামের খবরাখবর নিয়মিতভাবে অন্য গ্রামে যাবে। হাটে নানা গ্রামের লোক জড়ো হয়, প্রত্যেক হাটে সভা করা হবে। মানুষ একা হলে নিজেকে বড় অসহায় মনে করে। আমার সম্পদ আমার একার—এই কথা ভাবতে ভাবতে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে দেশের বিপদ ঘনিয়ে এলেও না ভেবে পারে না বিপদও তার একার। অন্ধকার পথে অজানা

অচেনা একজন মানুষ সাথী থাকলে ভীরু লোকের ও ভূতের ভয় কমে যায়। গ্রামের সকলে মিলেমিশে দুর্দ্দিনকে বরণ করতে তৈরী হয়ে আছে জানলে গ্রামের প্রত্যেকের ভয় কমবে—দশটা গ্রাম মিলেছে জানলে বুকে সাহস জাগবে। সকলের বুকে এই সাহস জাগানো দরকার। গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থকে স্পষ্ট অনুভব করিয়ে দিতে হবে, শুধু তার প্রতিবেশী নয়, নিজের গ্রামের লোক শুধু নয়, বিশ মাইল দূরের অজানা গ্রামের অচেনা অধিবাসীও তার সঙ্গী, তার সহায়—পথ যত অন্ধকার হোক, সব কিছুকে সে ড্যামকেয়ার করতে পারে!

সুভদ্রা। এক গ্রামের লোককে আরেক গ্রামে নিয়ে যাবার কি একটা স্কীম করেছ, ও ব্যবস্থাটা আমি ভাল বুঝতে পারি নি দাদা। এদিকে গ্রাম ছেড়ে যেতে বারণ করছ, আবার ওদিকে গ্রামকে গ্রাম উজার করে অন্য এক গ্রামে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও করছ। কেমন খাপছাড়া ঠেকছে আমার।

মধু। আমিও ভাল বুঝি নি ছোটবাবু।

ছোটলাল। কোথায় কি গুজব শুনেছিস্, তাই খাপছাড়া ঠেকছে। গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে অন্য গ্রামে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কিছুই হয় নি। মানুষ যাতে আরও নিশ্চিন্তমনে মনে নিজের গ্রামে নিজের বাড়ীতে থেকে চাষবাস কাজকর্ম্ম করতে পারে তারই একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা হচ্ছে। অতি সহজ ব্যবস্থা, গ্রাম মৈত্রী সঙ্ঘ গড়ে তোলার ফলে আরও সহজ হয়ে গেছে। সঙ্ঘের একটা নিয়ম—দরকার হলে এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামের লোককে আশ্রয় দেবে,

নিজেদের বেশী অসুবিধা না ঘটিয়ে যত লোককে আশ্রয় দেওয়া যায়। দরকার হলে, সত্যিসত্যি দরকার হলে অবশ্য। মনে কর তোমার বাড়ীতে একখানা বাড়তি ঘর আছে, দরকার হলেই ঘরখানা তুমি শ্যামপুরের একটি পরিবারকে ছেড়ে দিয়ে তাদের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করে দেবে। মনে করবে বাড়ীতে তোমার কোন আত্মীয় এসেছে। কোন গ্রামে কত বাড়তি লোক গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে তার মোটামুটি একটা হিসেব আমরা করে রেখেছি। সেই হিসেব মত এক গ্রামের লোককে সরিয়ে অন্য গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যদি দরকার হয়—সত্যিসত্যি যদি দরকার হয়।

সুবর্ণ। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। জানা নেই শোনা নেই কারা কোথা থেকে এসে হাজির হবে, তাদের কুটুমের মত আদর করে বাড়ীতে রাখতে হবে! এ ব্যবস্থায় কেউ রাজী হবে না।

ছোটলাল। সত্যি এখন তেরটা গ্রাম, প্রত্যেক গ্রামের লোক এ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। খুব খুশী হয়ে মেনে নিয়েছে, মেনে স্বস্তি বোধ করছে। আশ্রয় দেওয়ার প্রশ্ন তো শুধু নয়, পাওয়ার প্রশ্নও আছে কিনা। যারা হয় তো বাড়ীঘর ছেড়ে শেষ পর্য্যন্ত পালাবে না, তারাও চায় যে দরকার হলে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে মা বৌ আর বোন যাতে সঙ্গে সঙ্গে একটা নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারে তার একটা ব্যবস্থা থাক। বহু বড়লোকে দূরে পশ্চিমে বাড়ী ভাড়া করে রেখে মাসে মাসে ভাড়া গুণে চলেছে, গরীবের কি ইচ্ছা হয় না তারও ও রকম একটা যাওয়ার যায়গা থাকে? আমাদের ওই রকম একটা যাবার যায়গার ব্যবস্থা সকলের জন্য করা হয়েছে। সকলে

তাই আগ্রহের সঙ্গে ব্যবস্থাটা বরণ করে নিয়েছে। যে গাঁয়ে হানা দিচ্ছে সে গাঁ ছেড়ে পালাবার হিড়িক উঠেছিল, সে ঝোঁক লোকের কিছুতেই যেন কমানো যাবে না মনে হয়েছিল। এই ব্যবস্থার কথা জানবার পর সকলে আশ্চর্য্য রকম শান্ত হয়ে গেছে। তাদের বলা হয়েছে, ঘরবাড়ী ফেলে কেউ পালিও না। তার কোন দরকার নেই। যদি দরকার হয় আমরাই তোমাদের নিরাপদ স্থানে রেখে আসব। সাত মাইল দূরে এক গ্রামে পালাতে চাইছ সেখানে জলের অভাব আর কলেরার প্রকোপ, আমরা তোমাদের বিশ মাইল দূরের গ্রামে পাঠিয়ে দেব। সেখানে তোমার থাকবার জন্য ঘর ঠিক করা আছে, তুমি পৌঁছানো মাত্র তোমার জন্য হাঁড়িতে চাল দেওয়া হবে। প্রথমে লোকের একটু খটকা বাঁধে। তারপর যখন গ্রামের নাম, গৃহস্থের নাম, বাড়াতে ঘরের সংখ্যা, এই সব বিবরণ লিষ্ট থেকে পড়ে শোনানো হয়, তখন বিশ্বাস জন্মে। মুখের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়, একটা কালো পর্দা যেন সরে গেল। অবশ্য, একটু রিস্ক যে নিতে হবে সেটা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছি। হঠাৎ যদি কোন গাঁয়ে এসে ওরা হানা দেয়, কিছুই টের পাওয়া যায় না আগে থেকে, তবে অবশ্য কিছু করার নেই। তবে একথাটাও ভাবতে হবে যে কবে কোন গাঁয়ে হাজির হবে তাও কিছু ঠিক নেই।

মধু। সবাই ভিটেমাটি আঁকড়েই পড়ে থাকতে চায়। যেতে হবে ভাবলে সবারি মন কেমন করে। একটু ভরসা পেলে, উৎসাহ পেলে, একেবারে বর্তে যায়।

ছোটলাল। ভিটেমাটির মায়া এদেশে সংস্কারের মত, মানুষের অস্থিমজ্জায়

মিশে আছে। সাতপুরুষের ভিটেয় সন্ধ্যাদীপ জলবে না ভাবলে এদের বুক কেঁপে যায়। সহরের মানুষ বুঝতে পারে না, তাদের ভাড়াটে বাড়ীতে বাস, বড়জোর একপুরুষের তৈরী বাড়ীতে। প্রথম যারা গ্রাম ছেড়ে সহরে যায়, ভিটেমাটির এই টান তাদের সারাজীবন টানে।

সুবর্ণ। তা সত্যি। দু'এক বছর পরে পরেই বাবা দেশের বাড়ীতে ছুটে যেতেন। কিন্তু ঠাকুরমশায়কে এবার তুমি ছুটি দাও। লিখে লিখে ওঁর নিশ্চয় হাত ব্যথা হয়ে গেছে।

ছোটলাল। আপনার কতদূর হল ঠাকুরমশায়? কপিগুলি অল্পক্ষণের মধ্যে শেষ করে ফেলতে পারবেন তো?

রামঠাকুর। (মুখ না তুলেই) পাঁচসুকিয়া আর লাটুপুর মোটে এই দু'টি গাঁয়ের লিষ্ট বাকী। আধ ঘণ্টার বেশী লাগবে না।

ছোটলাল। সন্ধ্যা হয়ে যাবে। উপায় কি। আজকেই সোণাপুরের সতীশবাবুকে কপিগুলি পাঠিয়ে দিতে হবে। আপনি এত উৎসাহের সঙ্গে আমার কাজে লেগে যাবেন, ভাবতেও পারিনি ঠাকুরমশায়। আপনি যে বসে বসে এমন কলম পিষতেও পারেন, তা জানতাম না।

রামঠাকুর। না লিখে না লিখে লিখতেই প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলাম। কম্মো তো পুঁথি সামনে খুলে রেখে যা মুখে আসে বিড় বিড় করে বলা। অতবড় পণ্ডিত পিতা যে স্কুলে আর বাড়ীতে পড়িয়ে বিদ্যা দিয়েছিলেন, এতদিন পরে একটু কাজে লাগল।

ছোটলাল। ফ্যাসাদ হল রাখাল ছোঁড়ার জন্য। আজ সকালে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, কিছু না বলে কয়ে ভোরে সে হঠাৎ বাড়ী চলে গেছে।

ওর মার নাকি মরমর অবস্থা।

রামঠাকুর। মা ওর ভালই আছে। আমিও ছুটে গিয়েছিলাম, শেষ মুহূর্ত্তে স্বর্গের যাবার ভাড়া হিসেবে কিছু পুণ্য আর পায়ের ধুলোটুলো দিয়ে—ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলোই পুণ্যের সমান—কিছু যদি আদায় করতে পারি। তা একটা নারকোল, কটা বাতাসা আর পাঁচটি পয়সা দিয়ে যাত্রা শুভ করিয়ে নিলে!

ছোটলাল। কিসের যাত্রা?

রামঠাকুর। ছেলেকে নিয়ে পাণাগড় যাবে। এমনি দু'বার ডেকে পাঠিয়েছিল, ছেলে যায় নি। তাই খবর পাঠিয়েছিল কলেরা হয়েছে।

ছোটলাল। একবার বলে গেল না। মধুর বাড়ী গিয়েছিলাম, জানত। আমি দশজনকে পালাতে মানা করছি, আমার নিজের লোক এদিকে পালাচ্ছে। এত করে শেখালাম পড়ালাম রাখালকে, একবার জানিয়ে পর্য্যন্ত গেলেনা।

রামঠাকুর। খবরটা পেয়ে ছোঁড়া একেবারে দিশেহারা হয়ে ছুটে গেছে।

ছোটলাল। (ক্ষুব্ধভাবে) দিশেহারা হয়ে ছুটে গেছে, না? একটু কিছু ঘটলেই সকলে দিশেহারা হয়ে যায়। কোনদিন কিছু ঘটে না কিনা, সকলের তাই এই দশা। চোখ কান বুজে কোনমতে খেয়ে পরে নির্ব্বিবাদে দিন কাটাতে কাটাতে মনের বাঁধন গেছে আলগা হয়ে। মার মরমর অবস্থা শুনে মাকে বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে পারে না, মা মরে যাবে ভয়ে দিশেহারা হয়ে যায়। আমাদের একি অভিশাপ বলুন তো? গাঁয়ে পাহারা দেবার জন্য যখন নাম চেয়েছিলাম, সকলে আঁতকে উঠেছিল।

মধু। মুখ্যু লোক সব, চিরকাল মার খেয়ে আসছে, অল্পেই ভড়কে যায়। কথায় কথায় আঁতকে উঠবার ভাব অনেকটা কিন্তু কেটে গেছে। চুপচাপ হাতগুটিয়ে বসে থাকত, কি করবে জানত না, কিছুই বুঝত না। কি যে ভাববে কেউ ঠিক করে উঠতে পারত না। একটু একটু ভাবতে সুরু করেই অনেকে ধাতস্থ হয়েছে।

রামঠাকুর। উর্দ্ধশ্লেষ্মার চেয়ে সহজ চিকিৎসা।

মধু। এক হিসেবে সহজ আবার এক হিসেবে ভীষণ কঠিন ঠাকুরমশায় প্রত্যেকে দশ বিশ গণ্ডা সৃষ্টিছাড়া কথা জিগেস করবে, জবাব দিতে দিতে প্রাণান্ত। তার আবার অর্দ্ধেক কথার জবাব হয় না।

ছোটলাল। তবু তোমার জবাব ওরা ভাল বোঝে মধু। আমি এত পরিষ্কার আর সহজ করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করি, মুখ দেখেই টের পাই সব কথা মাথায় ঢুকছে না। তুমি জড়িয়ে পেঁচিয়ে সেই কথাই বল, সবাই মাথা নেড়ে সায় দেয়।

মধু। আমিও মুখ্য, ওরাও মুখ্য, তাই আমার কথা সহজে ধরতে পারে।

ছোটলাল। (হেসে) মনে হল যেন গাল দিলে মধু।

মধু। না, ছোটবাবু। আপনার কথাই তো আমি বলি, একটু অন্যভাবে বলি। আপনি কত পড়াশোনা করেছেন, কত ভেবেন, সব কথা নিখুঁতভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারেন। এরা জন্মে থেকে উল্টোপাল্টা এলোমেলো করে সব ভাবতে শিখেছে, গুছিয়ে কিছু বললে বুঝতে পারে না, হাঁ করে থাকে। বেশী বেশী চাষ করা দরকার কেন কানাইকে কাল তা অত করে বোঝালেন, লঙ্কার ক্ষেতে মুগকলায়ের চাষ করতে বললেন। আমি মুখ দেখেই বুঝেছিলাম,

ব্যাটা কিছু বোঝে নি। চালের চালান বন্ধ, ভাত কমিয়ে ডালটাল বেশী খেয়েও মানুষ বাঁচতে পারে, বিশ মণ লঙ্কার চেয়ে একসের মুগকলাই মানুষের বেশী দরকারী, এসব কথা কি ওর মাথায় ঢোকে! ওর মাথায় শুধু ঘুরছে, ক্ষেতে লঙ্কা ভাল ফলে, মুগকলাই সুবিধা হয় না, তবু কেন লঙ্কার বদলিতে মুগকলায়ের চাষ করবে! রাত হলে বাড়ী ফিরে দেখি ধন্না দিয়ে বসে আছে। আমায় দেখেই ভয়ে ভয়ে বলল, কিছু তো বুঝলাম না মধু। মুগকলাই দিলে যা ফসল হবে, লঙ্কা বেচে তার দু'গুণ বাজারে কিনতে পাব। ছোটবাবু মুগকলাই বুনতে তবে বলেন কেন? আমি বললাম, ওরে গোমুখ্যু, শোন। ঘরে তোর অতিথ্ এলো। দু'দিন খায় নি। তুই এক ডালা লঙ্কা আর চাট্টি ভেজানো মুগ সামনে ধরে জিগেস করলি, ওগো অতিথ্ মশায়, পেট ভরে লঙ্কা খাবে না এই দু'টিখানি মুগ ভেজানো চিবোবে? অতিথ্ কি করবে বল তো? তারপর বললাম, লঙ্কা নিয়ে হাটে বেচতে গেলি, গিয়ে দেখলি হাটে শুধু তুই আছিস আর আছে জগন্নাথের বাপ, কালই বেচতে এসেছে।—

রামঠাকুর। মোটে দু'জন জিনিস বেচতে গেছে, সে কেমন হাট মধু?

মধু। ওমনি করে না বললে আসল কথাটা ওরা ধরতে পারে না ঠাকুরমশায়। শুনুন তারপর, কানাইকে কি বললাম। বললাম, হাটে একজন খদ্দের এল। বাড়ীতে তার চাল বাড়ন্ত, ডাল বাড়ন্ত, গাছের পাতা খেতে হবে এই অবস্থা। তুই খদ্দেরকে ডেকে বললি, নেন্ নেন্, বড় বড় ভাল লঙ্কা নেন, চার আনায় বিশ মণ লঙ্কা দেব। জগন্নাথের বাপ তাকে বলল, ভাঙ্গা বোরা পোকায় ধরা কলাই বটে, আট

আনায় এক সের পাবে, খুসী হয় নাও, নয় বাড়ী ফিরে যাও! খদ্দের তখন কি করবে রে কানাই? চার আনায় তোর বিশ মণ লঙ্কা নেবে, না আট আনায় পোকা ধরা একসের কলাই নেবে? কলাই না নিয়ে গেলে কিন্তু ছেলেমেয়েকে তার গাছের পাতা খাওয়াতে হবে বাড়ী ফিরে। কানাই তখন বলল, অ! তবে তো ছোটবাবু খাঁটি কথাই বলেছেন।

ছোটলাল। এই জন্যই আমরা দেশের জনসাধারণের কিছু করতে পারিনা, শুধু বক্তৃতা দিয়ে মরি। শেষে রাগ করে বলি, এদের কিছু হবে না, স্বয়ং ভগবানও এদের জন্য কিছু করতে পারবেন না।

রামঠাকুর। তা পারেনও নি। অবতার হয়ে কমবার তো ভগবান জন্মান নি এদেশে!

মধু। যা কিছু করার আপনারাই করতে পারেন ছোটবাবু। তবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে করা দরকার, নইলে ফল হয় না। আপনি আমাদের মনের ঘোরপ্যাঁচ বুঝতে আরম্ভ করেছেন, অল্পদিনেই আপনার অড়গড় হয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে তখন আমাদের ভাষাতেই কথা কইতে পারবেন।

ছোটলাল। আট আনা দিয়ে পোকায় ধরা কলাই কিনতে বললে কিন্তু চলবে না মধু। এক পয়সা বেশী দাম দিয়ে কেউ কিছু যাতে না কেনে সেই কথাই সকলকে আমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে।

মধু। (হেসে) ওরকম বলায় ক্ষতি হয় না ছোটবাবু। জিনিষের জন্য বেশী দাম না দেওয়া ভিন্ন কথা, ওটা কানাইকে বুঝতে হলে ভিন্ন ভাবে বোঝাতে হ'ত। ও তখন লঙ্কার ক্ষেতে মুগকলাই বুনবার কথা ভাবছে সব কথায় ওই এক ছাড়া অন্য মানে তার কাছে

ছিল না। কানাইকে ডেকে জিগেস করুন, আপনি আর আমি ওকে কি বলেছিলাম। কানাই জবাব দেবে, লঙ্কার বদলে মুগকলাই চাষ করতে বলেছিলাম। তার বেশী একটি কথাও স্মরণ করে বলতে পারবে না।

ছোটলাল। তা ঠিক। এটা খেয়াল হয়েছে, তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা কখনো করিনি। বেফাঁস কিছু বলার ভয়ে সর্ব্বদা সতর্ক হয়ে থাকি, ওরা কিন্তু ঠিক মর্ম্ম কথাটি গ্রহণ করে, পণ্ডিতের মত আসল কথাটি তাকে তুলে রেখে কথার মারপ্যাঁচ নিয়ে তর্ক করে না। কানাই খেয়াল করেনি হাটে মোটে দু'জন লঙ্কা আর কলই বেচতে যায় না, শুনেই কিন্তু পণ্ডিতমশায়ের টনক নড়ে গিয়েছিল। এতবড় কথার ভুল! কিন্তু তুমি এবার বাড়ী যাও মধু। সারাদিন অনেক ছুটোছুটি করেছ। তোমার কিছু হলে আমি পড়ব মুস্কিলে।

মধু। আমার কিছু হবে না ছোটবাবু। লিষ্টগুলো সতীশবাবুর কাছে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী যাব।

ছোটলাল। কেষ্টকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। তুমি বাড়ী যাও।

মধু। আমি নিয়ে যাই। সোনাপুরে আমার একটু দরকারও আছে।

ছোটলাল। (চিন্তিতভাবে) দু'দিন থেকে তোমার কি হয়েছে বলত? পেটুক যেমন সন্দেশ চায় তুমি তেমনি ছুটোছুটি করার জন্য কাজ চেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছ। এক মূহুর্ত্ত বিশ্রাম করতে হলে ছটফট করতে থাক।

রামঠাকুর। কাল যে শম্ভুর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল নকুড়ের সঙ্গে।

ছোটলাল। (আশ্চর্য্য হয়ে) তাই নাকি? এ কথা তো জানতাম না।

মধু। ভেবেছিলাম, বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক ছিল, সেটা ভেঙ্গে গেছে, আর কিছু নয়।

মধু। তা ছাড়া আবার কি? ঠাকুরমশায় তামাসা করছেন।

রামঠাকুর। ঠাকুরমশায়ের তামাসার চোটেই দু'দিনে মুখ চোখ তোমার বসে গেছে। পরশু সন্ধ্যায় নকুড় বিয়ের খবরটা জানিয়ে যাওয়ার পর থেকে গায়ে বিছুটি লাগা লোকের মত তিড়িং তিড়িং নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।

মধু। হ্যাঁ, খেয়ে দেয়ে, কাজ নেই, সে অপদার্থ মেয়ের জন্য নেচে বেড়াব। ভয়ে যে গাঁ ছেড়ে পালায়—

ছোটলাল। তার দোষ কি মধু? শম্ভু জোর করে নিয়ে গেলে সে কি করবে।

মধু। গোঁ ধরতে পারল না? বাপের আহলাদী মেয়ে, যেতে না চাইলে তার সাধ্যি ছিল ওকে নিয়ে যায়। আসলে ওর ইচ্ছে ছিল বড় লোকের বৌ হবে।

রামঠাকুর। সমস্যায় ফেলে দিলে বাপু। ভয়ে না, বড়লোকের বৌ হবার লোভে মেয়েটা গাঁ ছাড়ল—

নকুড়ের প্রবেশ

আরে, বলতে বলতে স্বয়ং নকুড় এসে হাজির যে!

নকুড়। পদ্মাকে কোথা রেখেছিস মধু?

মধু। তুই তোকারি কর না দে'মশায়। অনেক বারই তো বলে দিয়েছি।

নকুড়। চোর ডাকাত বজ্জাত হারামজাদা! তোকে আবার আপনি বলতে হবে! শম্ভুর মেয়েকে চুরি করে কোথায় লুকিয়েছিস বল্ শীগগির।

মধু। (নকুড়ের গলা ধরে) চোর ডাকাত বজ্জাত হারামজাদা আগে তোমার দাঁত কটা ভাঙবে, গাল দেওয়ার জন্য—

(মুখে ঘুঁসি মারতে নকুড়ের একপাটি বাঁধানো দাঁত ছিটকে পড়ল)

রামঠাকুর। বাঁধানো দাঁত! চুক্‌চুক্‌!

মধু। এ গেল গালাগালির জবাব। এবার জিগেস করব, পদ্মির কি হল। না যদি বল এক্ষুনি সত্যি কথা দে'মশায়—

ছোটলাল। ছেড়ে দাও মধু। লোকে ভাববে গায়ের ঝাল ঝাড়ছ।

(মধু নকুড়কে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালে)

(নকুড়কে) গায়ে জোর নেই মনে সাহস নেই, রাগ সামলাতে পার না? কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত মানুষকে গালাগাল দাও কেন? গোঙিয়ো না বাপু, বেশী তোমার লাগে নি। বাইরে বালতিতে জল আছে, দাঁত কটা ধুয়ে মুখে লাগিয়ে এসো।

(নকুড় দাঁত কুড়িয়ে অস্ফুট কাতর শব্দ করতে করতে বেরিয়ে গেল)

মধু। কেমন রাগ হয়ে গেল ছোটবাবু। নিজেকে সামলাতে পারলাম না।

ছোটলাল। ওরকম হয়।

মধু। দিদি আর বৌঠান দাঁড়িয়ে আছেন মনেই ছিল না।

সুভদ্রা। সহুরেপানা সুরু কোরো না মধু। পদ্মার কি হয়েছে জানবার জন্য মনটা ছটফট করছে।

সুবর্ণ। দাঁত লাগাতে কতক্ষণ লাগাচ্ছে ছাখো!

নকুড় ফিরে এল

ছোটলাল। পদ্মার কি হয়েছে নকুড় ?

নকুড়। কাল সন্ধ্যা থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। (কটমট করে মধুর দিকে তাকাল)

সুবর্ণ। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ? সে কি !

সুভদ্রা। ক'াল না বিয়ের কথা ছিল তোমার সঙ্গে ?

ছোটলাল। বিয়ে হয় নি ?

নকুড়। (হঠাৎ ক্রুদ্ধভাব ত্যাগ করে কাতরভাবে) কই আর হল ছোটবাবু, বিয়ের ঠিক আগে মেয়েকে খুজে পাওয়া গেল না। (আবার মুখ কালো করে, কটমট করে মধুর দিকে তাকিয়ে) ওর কাজ। নিশ্চয় ওর কাজ। কতকাল থেকে দু'জনে —

ছোটলাল। এবার মধু তোমায় যত মারুক, আর কিন্তু আমি থামতে বলব না, খুন করে ফেললেও না। বড় বেয়াদপ তুমি, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথা কও।

রামঠাকুর। বিয়ে হয় নি নকুড় ? চুক্‌চুক্। হোক না কলিকাল, ব্রহ্মশাপ কি ব্যর্থ হয় হে বাপু !

ছোটলাল। মধু কিছু করে নি নকুড়। ও কিছুই জানে না। ক'দিন নিশ্বাস ফেলার সময় পায় নি। ওর ক'দিনের চব্বিশঘণ্টার সমস্ত গতিবিধির খবর আমি রাখি।

নকুড়। ও কি আর নিজে গিয়ে শম্ভুদাসের মেয়েকে নিয়ে এসেছে ছোটবাবু, অন্যকে দিয়ে সরিয়েছে। আগে থেকে যোগসাজস ছিল। যাবার দিন একবার পদ্মা পালিয়ে এসেছিল, শম্ভু নিজে এসে ধরে নিয়ে যায়। তখনি দু'জনের পরামর্শ হয়েছিল।

ছোটলাল। আন্দাজে আবোল তাবোল বোকো না। আর তাও যদি হয় নকুড়, সে মেয়ে যদি ওর দিকে এমন করে ঝুঁকেছে জানো, ওকে তুমি বিয়ে করতে গিয়েছিলে কি বলে ?

নকুড়। আগে কি জানতাম। এসব ওর আমাকে জব্দ করার ফন্দি। আমাকে জব্দ করবে বলে এই বুদ্ধি খাটিয়েছে। নইলে এতদিন মেয়েকে সরাতে পারত না, বিয়ের রাত্রির জন্য অপেক্ষা করে থাকত ? দশজনের কাছে আমার যাতে মাথা হেঁট হয়, সবাই যাতে আমাকে টিটকারি দেয়—

রামঠাকুর। তা এমনিতেই সবাই দেয় নকুড়। এবার থেকে নয় একটু বেশী করেই দেবে। চামড়া তোমার মোটা আছে।

নকুড়। চুপ করুন ঠাকুরমশায়। এর মধ্যে আপনিও আছেন।

রামঠাকুর। আছিই তো। আমিই তো ব্রহ্মশাপ দিয়ে বিয়েটা ফাঁসিয়ে দিলাম।

নকুড়। বাজে কথা বলেন কেন ঠাকুরমশায় ? বাজে কথার ধাপ্পায় আমাকে ভোলাতে পারবেন না। আপনি সব জানতেন। নইলে পরশু বিয়েতে যাবার নেমন্তন্ন ফিরিয়ে দিতেন না। বিয়ে পণ্ড হবে জানা না থাকলে পাওনা গণ্ডার লোভ সামলানো আপনার কম্মো নয়।

রামঠাকুর। তুমি দেখছি ন্যায়শাস্ত্রেও মহাপণ্ডিত নকুড়, অকাট্য যুক্তি দিয়ে কথা কইতে জানো। প্রমাণ জ্ঞানও তোমার প্রচণ্ড। প্রমাণ যখন আছে, থানায় নালিশ ঠুকে দাও না ? বিয়ের কনে চুরি করার অপরাধে আমি আর মধু অসময়টা নিশ্চিন্ত মনে জেলে কাটিয়ে দিই।

এ উপকারটা যদি কর, তোমায় প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করব—সুমতি হোক, সুমতি হোক।

নকুড়। (রাগে কাঁপতে কাঁপতে) জেলে না পাঠাতে পারি সহজে আপনাকে ছাড়ব ভাববেন না ঠাকুরমশায়। (মধুকে) তোকে আমি দেখে নেব মধু। বাবুলালবাবু থাকলে আজ এইখানে তোর পিঠের ছাল তুলে দিতাম। বড়বাবু নেই তাই বেঁচে গেল। কিন্তু আমি তোকে দেখে নেব।

মধু। (শান্তভাবে) আরেকবার তুই তোকারি করলে চোখে অন্ধকার দেখবে

(তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে নকুড় চলে যাচ্ছিল, মিহির তাকে ডাকল।)

ছোটলাল। একটা কথা শুনে যাও নকুড়। তোমায় অত করে বলেছিলাম, তুমি মোটে পাঁচ বস্তা চাল আর পাঁচ টিন কেরাসিন বার করেছ। বেশী বেশী দাম যেমন নিচ্ছিলে তেমনি নিচ্ছ।

নকুড়। এই কি আপনার ওসব কথা বলার সময় হল ছোটবাবু?

ছোটলাল। কথাটা কি কম দরকারী?

নকুড়। আমার আর মাল নেই।

ছোটলাল। আবার তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি নকুড়। তুমি নিজের সর্বনাশ টেনে আনছ। সবাই জানে তোমার অনেক চাল আর তেল মজুদ আছে। দশটা গাঁয়ের সবাই শান্তশিষ্ট সুবোধ ছেলে নয় নকুড়।

নকুড়। চোর ডাকাত গুণ্ডা অনেক আছে জানি। কিন্তু আমি কি করব। আমার আর কিছু নেই। আপনি যদি দশজনকে আমার বিরুদ্ধে

কেঁপিয়ে দেন—

ছোটলাল। আচ্ছা, তুমি যাও। তোমার সঙ্গে আর তর্ক করব না।

নকুড় চলে গেল

সুবর্ণ। কি আশ্চর্য্য মানুষ তুমি! কাল থেকে পদ্মার খোঁজ নেই, তুমি তেল আর কেরাসিনের আলোচনা আরম্ভ করলে।

সুভদ্রা। পদ্মার খোঁজ করা আগে দরকার দাদা।

ছোটলাল। তাই ভাবছি। খোঁজাখুঁজি অবশ্য আরম্ভ হয়ে গেছে নিশ্চয়। শম্ভু চুপ করে বসে নেই। আমাদেরও খোঁজ করতে হবে। নন্দপুরে একজন লোক পাঠান দরকার। সেখানে ইতিমধ্যে কোন খোঁজ পাওয়া গেছে কিনা খবর নেওয়া দরকার। সব বিবরণও ভাল করে জানা দরকার। (সহানুভূতির সুরে) আমার কি মনে হয় জানো মধু? এর মধ্যে পদ্মাকে হয় তো পাওয়া গেছে।

মধু। ও যা কাঠখোট্টা শক্ত মেয়ে, নন্দপুরে যদি নাও ফিরে থাকে, অন্য কোথাও কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়ী হাজির হয়েছে নিশ্চয়। পুকুরে ডুবে টুবে মরেছে, আমি তা বিশ্বাস করি না ছোটবাবু। আমার বিশেষ ভাবনা হয় নি।

ছোটলাল। তা দেখতেই পাচ্ছি।

রামঠাকুর। ভাবনার অভাবে মাথা ঘুরে বসে পড়েছ।

মধু। আপনার হয়েছে ঠাকুরমশায়? হয়ে থাকলে কাগজগুলো দিন। আমি একবার সোণাপুর ঘুরে আসি ছোটবাবু।

সুবর্ণ। বাহাদুরী কোরো না মধু। মেয়েটার খোঁজখবর না নিয়ে তুমি সোণাপুর ছুটবে কি রকম? সতীশবাবুর কাছে লিষ্ট নিয়ে যাবার

লোক আছে।

মধু। সোণাপুর একবার আমায় যেতে হবে গৌসান। সেখানে আমার একটি জানা লোকের আজ নন্দপুর থেকে ফেরার কথা। তার কাছে খবর জেনে আসব।

সুভদ্রা। তা হলে যাও। লিষ্টের জন্য দেরী করার দরকার নেই, তাড়াতাড়ি গিয়ে খবরটা নিয়ে এসো।

রামঠাকুর। আমার হয়ে গেছে। (কতগুলি কাগজ গুছিয়ে ছোটলালের হাতে দিল। ছোটলাল সেগুলি দেখে ভাঁজ করে মধুকে দিল।) লিষ্ট খুব তাড়াতাড়ি সোণাপুর পৌঁছানো চাই ছোটলাল।

সুবর্ণ। ঠাকুরমশায়, কিছুই কি আপনাকে বিচলিত করতে পারে না? কোনদিন দেখলাম না কোন ব্যাপারে আপনার হাসি তামাসার ভাবটা একটু কমেছে। অথচ কোন ব্যাপার যে তুচ্ছ করেন তাও নয়।

রামঠাকুর। বিচলিত হয়ে পড়ার ভয়েই তো হাসি তামাসা বজায় রেখে চলি, বৌমা। আগে যথেষ্ট বিচলিত হতাম, নিজের ব্যাপারে, পরের ব্যাপারে, সব ব্যাপারে। শেষ পর্য্যন্ত দেখলাম গরীব পুরুত বামুনের অত বিলাস পোষায় না। তারপর থেকে আর বিচলিত হই না। যদি বা হই, চট করে সামলে নিই।

ছোটলাল। নকুড় আপনাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।

রামঠাকুর। আমাকে। ওর বাপেরও সাধ্য নেই আমার কিছু করে। সে ব্যাটা তবু মরে গিয়ে আসল ভূত হয়েছে, নকুড়টা তো এখনো নিছক জ্যান্ত ভূত। ওর কতটুকু ক্ষমতা!

মধু। আমি যাই ছোটবাবু।

রামঠাকুর। একটু আস্তে যেও।

মধু চলে গেল।

স্নবর্ণ। তুমি যদি ভাল করে খোঁজ না করাও মেয়েটার কালকেই আমি কলকাতা চলে যাব। এদিকে মস্ত মস্ত বক্তৃতা দিচ্ছ, গ্রাম সঙ্ঘ করছ, চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছ চরকীর মত, একটা মেয়ে হারালে খুঁজে বার করতে পারবে না!

ছোটলাল। হারিয়েছে কি না তাই বা কে জানে?

স্নবর্ণ। তাব মানে?

ছোটলাল। কেউ হারালে তাকে খুঁজে বার করা সহজ হয়, নিজেই সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে কিনা যে তাড়াতাড়ি তাকে খুঁজে পাক। পালালে কাজটা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

স্নবর্ণ। তাই বলে খোঁজ করবে না?

ছোটলাল। কবব বৈকি। তবে আমার মনে হয়, পদ্মা নিজেই একটা খোঁজ দেবে আজকালের মধ্যে।

পদ্মার প্রবেশ। ধূলি ধূসর শ্রান্ত ক্লান্ত চেহারা। দেখলেই বুঝা যায় দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছে।

এই যে বলতে বলতে পদ্মা নিজেই এসে পড়েছে।

পদ্মা। আমি পালিযে এসেছি।

স্নবর্ণ। তা আমরা জানি। বেশ করেছিস। বাপ ধরেবেঁধে যার তার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইলে লক্ষ্মী মেয়েরা পালিয়েই আসে।

পদ্মা। বাড়ীর জন্য মন কেমন করছিল।

রামঠাকুর। তাই বাড়ী না গিয়ে মধু এখানে আছে শুনে ধুলো পায়ে ছুটে এসেছিস বুঝি?

পদ্মা। বড় ভয় করছে আমার। বাবা আমাকে মেরে ফেলবে একেবারে।

ছোটলাল। তোর বাবাকে আমি বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করব'খন। তুই তো পালিয়েছিলি কাল সন্ধ্যাবেলা, সারারাত সারাদিন ছিলি কোথায়?

পদ্মা। পথ ভুলে সমুদ্দুরে চলে গিয়েছিলাম।

স্বর্ণ। ধন্য মেয়ে তুই। আমাদের হার মানালি। আয় ভেতরে আয়। আমার কাছেই তুই থাকবি এখন, তোর বাপ না আসা পর্যন্ত।

পদ্মাকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্ণ ভেতরে গেল।

ছোটলাল। যাক, একটা ভাবনা দূর হল। শম্ভুকে একটা খবর পাঠাতে হবে।

রামঠাকুর। সেও এসে পড়েছে।

ধীরে ধীরে শম্ভুর প্রবেশ। তারও ধূলিধূসর শ্রান্ত ক্লান্ত মূর্তি

ছোটলাল। এসো শম্ভু। পদ্মা এখানে আছে।

(শম্ভু নীরবে একটু মাথা হেলিয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে শ্রান্তভাবে রুবাসে বসল।)

ওকে কিছু বোলো না শম্ভু।

শম্ভু। ছোটলাল। কেলেঙ্কারি? কি আর বলব? কেলেঙ্কারি যা হবার হ'ল।

শম্ভু। ঠিক লগ্নের সময় মেয়েকে খুঁজে পাওয়া গেল না। বিয়ের আসরে দশজনের কাছে মাথা কাটা গেল আমার, মুখে চুন কালি পড়ল। নকুড় আবার রটিয়ে দিল, মধুর সঙ্গে পালিয়েছে।

ছোটলাল। এমন হঠাৎ বিয়ের ব্যবস্থা করলে কেন?

শম্ভু। সে কথা আর বলেন কেন ছোটবাবু। সব নকুড়ের কারসাজি। ওর ভরসায় গেলাম, গিয়ে যা ফ্যাসাদে পড়লাম বলার নয়। কোথায় যাই, কোথায় থাকি, চালডাল কিনতে পাই না,

গাছতলায় উপোস দেবার যোগার হল। শেষে নকুড় বললে, বিয়েটা হয়ে যাক তাড়াতাড়ি, সব ঠিক করে দেব। ও ব্যাটা যে এত বজ্জাত তা জানতাম না ছোটবাবু।

ছোটলাল। জেনেও তো বজ্জাতের হাতে মেয়ে দিচ্ছিলে।

শম্ভু। কি করি। পণের টাকা অর্দ্ধেক নিয়ে নিয়েছিলাম আগেই। চটপট বিয়ে না দিলে টাকাটা ফেরত নেবার কথাও বলতে লাগল। সব দিক দিয়ে ক্ষতি হয়ে গেল ছোটবাবু। বাড়ী হয়ে আসছি, বাড়ীর অবস্থা দেখে চক্ষু স্থির হয়ে গেছে। জানালার পাট, আলগা বাঁশ, খুঁটি সব কে নিয়ে গেছে। পূবের ভিটের চাল থেকে নতুন খড় অর্দ্ধেককে সরিয়ে ফেলেছে।

ছোটলাল। জানি। তোমরা যেদিন গেলে সে দিন রাতেই সব চুরি হয়েছিল। তখনও পাহারা দেবার দলটা ভাল গড়তে পারি নি। যা যাবার সেই রাতেই গেছে, পরে আর একটি কুটোও তোমার চুরি যায় নি।

(সুবর্ণ, সুভদ্রা ও পদ্মার প্রবেশ। পদ্মা মমতার একখানা ভাল শাড়ী পরেছে। শম্ভু একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে গুম হয়ে বসে রইল। বাপের দিকে দু'এক পা এগিয়ে পদ্মা দ্বিধা ভবে দাঁড়িয়ে পড়ল। এমন সময় বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল। কাদের ও আজিজ ধরাধরি করে মধুকে নিয়ে এল। মধুর মাথা ফেটে সর্ব্বাঙ্গে রক্তমাখা হয়ে গেছে।)

পদ্মা। ওগো মাগো, একি হল।

সুবর্ণ। কে মারল এমন করে ?

সুভদ্রা। ইস্! বেঁচে আছে তো ?

ছোটলাল। (শান্তভাবে) বেঁচে আছে। ফার্ষ্ট এডের বাক্সোটা নিয়ে এস।

(মধুকে ফরাসে শুইয়ে দিয়ে সে জামার বোতাম খুলে দিল। ফাষ্ট এডের বাক্সটি এলে তুলো দিয়ে রক্ত মুছে ওষুধ পত্র দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে লাগল।)

শম্ভু। এ নকুড়ের কাজ। নিশ্চয়ই এ নকুড়ের কাজ।

ছোটলাল। ওকে কোথায় পেলে কাদের ?

কাদের। শিবু তার গাড়ীতে নিয়ে এসেছে। সোণাপুরে যাবার রাস্তায় রায়বাবুদের আম বাগানের ধারে পড়েছিল, শিবু গাড়ী নিয়ে গাঁয়ে ফিরবার সময় দেখতে পেয়ে তুলে এনেছে।

শম্ভু। নকুড়ের এ কাজ।

ছোটলাল। (মধুর জামার পকেট থেকে কাগজ বার করে) কাদের এই কাগজগুলো এক্ষুনি সোণাপুরে সতীশবাবুর কাছে পৌছে দিয়ে আসতে হবে। পারবে তো ?

কাদের। কিসের কাগজ ছোটবাবু ? এই কাগজের জন্য ওকে ঘায়েল করে নি তো ?

ছোটলাল। না। ভয় নেই কাদের, তোমাকে কেউ ঘায়েল করবে না।

আজিজ। (সাগ্রহে) আমাকে দিন ছোটবাবু। আমি পৌছে দিয়ে আসছি।

ছোটলাল। তোকে দিয়ে কাজ করালে তোর বাপ যদি আমায় খুন করে ?

আজিজ। বাপজান ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আর কিছু বলবে না।

ছোটলাল। তা হলেই ভাল। (কাগজগুলি আজিজকে দিয়ে) এক্ষুনি গিয়ে কিন্তু সতীশবাবুকে দেওয়া চাই।

আজিজ। সোজা চলে যাব ছোটবাবু। পা চালিয়ে চলে যাব।

আজিজ চলে গেল।

স্বর্ণ। তুমি কি গো, এঁ্যা? এত কাণ্ডের মধ্যে ওই লিষ্টের কথা তুমি ভুলতে পারলে না!

ছোটলাল। ভুললে কি চলে?

চতুর্থ দৃশ্য

দ্বিপ্রহর। শম্ভু দাসে বাড়ীর উঠান ও বারান্দা। পদ্মা উঠান ঝাঁট দিচ্ছে। চুপি চুপি নকুড়ের প্রবেশ।

পদ্মা। (অনিচ্ছাকৃতভাবে) বাবা বাড়ী নেই।

নকুড়। তা জানি। গাঁয়ের লোকও অনেকেই গাঁয়ে নেই। সোণাপুরে মিটিং করতে গেছে। এমন সুযোগ সহজে জোটে না।

পদ্মা। কিসের সুযোগ ?

নকুড়। এই তোর সঙ্গে মন খুলে দুটো সুখ দুঃখের কথা কইবার সুযোগ।

পদ্মা। তোমার সুখ দুঃখের কথা শুনবার জন্য আমার তো ঘুম আসছে না। তুমি মঙ্গল মন্দিরে পূজো পাঠিয়ে দেব। তাই মরগে' যাও না অন্য কোথাও ?

নকুড়। আমার সঙ্গে তুই এমন ক'রিস কেন বলতো পদ্মরাণি ! এত অপমান সহ্য করে আমি তো কই তোর উপর রাগ করতে পারি না ?

পদ্মা। কর'নাই পার ? কে তোমার রাগের ধার ধারে !

নকুড়। কেন রাগ করিনি জানিস্ ? তুই ছেলেমানুষ. নিজের ভালমন্দ বুঝবার ক্ষমতা তোর নেই। শোন পদ্ম, তোকে একটা খবর দি'। এ অঞ্চলে কেউ এ খবর জানে না। শুধু আমি জানি। সদরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নাজিরবাবু দু'চার টিন কেরাসিন কিনে রাখবে বলে খুঁজে খুঁজে টিন পাচ্ছেন না, আমি কেনা দামে তেল যোগাড় করে দেওয়ায় খুশী হয়ে চুপ চুপ গোপন খবরটা আমায় জানিয়েছে

প্রকাশ পেলে বেচারীর চাকরীটা তো যাবেই জেল হয়ে যাবে সাত বচ্ছর।

পদ্মা। (মৃদু কৌতূহলের সঙ্গে) খবরটা কি ?

নকুড়। আজ বিকেলে এ গাঁয়ে তাঁবু পড়বে। ওরা আসছে।

পদ্মা। (ছেলেমানুষী আগ্রহ ও উত্তেজনায় সত্যি ? আসছে! ছোটবাবুকে তো খবরটা জানাতে হবে। তুমি একবার যাও না ছোটবাবুকে জানিয়ে এসো ?

নকুড়। পাগল হয়েছিস নাকি ? আমি বলে তোকে বাঁচাবার জন্য গোপন খবরটা তোকে বললাম, ছোটবাবুকে জানাবি কি রকম ? জানাজানি হলে চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে যাবে না ? তখন কি আর পালাবার উপায় থাকবে!

পদ্মা। তুমি কেমন মানুষ গো দে'মশায় ? যারা তোমার এত করলে, ধনপ্রাণ বাঁচালে, তোমার, তাদের বিপদে ফেলে পালাবে ? পালাবার অসুবিধে হবে বলে খবরটা জানাবে না ?

নকুড়। ছোটবাবু আর মধুকে জানাব ? যারা আমার সর্ব্বনাশ করেছে!

পদ্মা। পোকা পড়বে তোমার মুখে। সবাই যখন হল্লা করে সেদিন তোমার দোকান আড়ৎ ঘরবাড়ী লুটতে গিয়েছিল, কারা গিয়ে বাঁচিয়েছিল তোমায় ? কাঁপতে কাঁপতে কার পায়ে ধরে বাঁচাও বাঁচাও বলে কেঁদেছিলে ? তোমার লোক ক'দিন আগে পেছন থেকে লাঠি চালিয়ে চীরু জেঠার ছেলের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, তোমার বিপদে তাও সে মনে রাখে নি। ওরা গিয়ে না পড়লে তোমার সেদিন কি অবস্থা হত দে'মশায় ? সব লুটেপুটে নিয়ে

ঘরদোর আগুণ ধরিয়ে তোমায় খুন করে সব চলে যেত। কি রকম ক্ষেপে ছিল সবাই ত্যাখো নি ?

নকুড়। কে ওদের ক্ষেপিয়েছিল শুনি ? মাল লুকিয়ে রেখে ওদের দুরবস্থার একশেষ করেছি বলে বলে কে ওদের মাথা খারাপ করে দিয়েছিল ? তিন চার হাজার টাকা লোকসান গেছে আমার। কত চেষ্টায় কিছু চাল আর তেল সংগ্রহ করে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম আস্তে আস্তে বেচে কিছু পয়সা করব। ছোটবাবু আর মধু আমার সর্ব্বনাশ করলে, বিলিয়ে দিতে হল সব।

পদ্মা। বিলিয়ে দিতে হল কি গো ? ছোটবাবু না নগদ টাকা দিয়ে সব কিনে নিলে তোমার ঠেঁয়ে ? নিয়ে বিক্রীর জন্যে ব্রজ শা'র দোকানে জমা রাখলো ?

নকুড়। তুই বড় বোকা পদ্ম। চার হাজার টাকা লাভ হলে রাণীর হালে ভোগ তো করতি তুই। আর মাস ছ'য়ের মধ্যে তলে তলে সব মাল বেচে দিয়ে টাকাটা গুছিয়ে নিয়ে তোকে সঙ্গে করে চলে যেতাম সেই পশ্চিমে। তোর কপালে নেই, আমি কি করব !

পদ্মা। ছ'মাস ধরে বেচতে ? তবে যে বললে ওরা এসে পড়ছে ?

নকুড়। পড়ছেই তো। ও ছিল আমার আগের মতলব। খবরটা পেলাম বলেই তো যেচে ছোটবাবুকে সব বেচে দিলাম। ও মাল আর হচ্ছে না, ছয়লাপ হয়ে যাবে।

পদ্মা। উল্টাপাল্টা কতই গাইলে এইটুকু সময়ের মধ্যে ! তোমার একটা কথাও সত্যি নয়। সব কথা বানিয়ে বললে। সেদিন 'আর নেই গো দে'মশায়, যা খুসী গুজব রটাবে আর চোখ কান বুজে সব বিশ্বাস

করব। কি করে ফাঁকি ধরতে হয় সুভাদিদি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে। ছোটবাবুর কাছে কেঁদে কেঁদে ঘাট মেনেছিলে বলে এতক্ষণ কথা কইলাম তোমার সঙ্গে, হারু জেঠার ছেলের তুমি মাথা ফাটিয়েছিলে তবু। এবার যাও দে'মশায়।

নকুড়। চল্. একসঙ্গেই যাই। আর দেরী করা সত্যি উচিত নয়। তোকে হাঁটতে হবে না, ঘরের পেছনে আমবাগানে পাল্কী এনে রেখেছি।

পদ্মা। (সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আঁচলের খুঁটে বাঁধা বড় একটি হুইস্‌ল হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে) আমায় ধরে নিয়ে যেতে এসেছ?

নকুড়। ছেলেমানুষ, নিজের ভালমন্দ বুঝবার বয়স তোর হয় নি। মিথ্যে বলি নি পদ্মা, আজ ওরা এসে পড়বে। গাঁকে গাঁ উজার করে দেবে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যাবে। কেউ কি বাঁচবে ভেবেছিস?

পদ্মা। তুমি নিশ্চয় বাঁচবে। হাতে পায়ে ধরে তুমি কাঁদতে আরম্ভ করলে তোমায় ওরাও মারতে পারবে না। দলে ভর্তি করে নেবে—জুতো সাফ করার জন্য।

নকুড়। তামাসার কথা নয় পদ্মা। আজ মাঝরাতে হয় তো সব এসে পড়বে, বিছানা থেকে তোকে টেনে নিয়ে যাবে, বিশ পঁচিশ জনে মিলে অত্যাচার করবে, তারপর উলঙ্গ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মেরে ফেলবে। কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না। আমার সঙ্গে চল, কাশী গিয়ে থাকব দু'জনে, চাকর দাসী রেখে দেব, গা ভরা গয়না দেব, দামী দামী কাপড় দেব, রাণীর মত সুখে থাকবি।

পদ্মা। তুমি বড় বোকা দে'মশায়। বোকার মত ভয় দেখালে। রাণীর মত সুখে থাকবার জন্য যদি বা তোমার সঙ্গে যেতাম, বাবাকে

ও ভাবে মরতে রেখে তো যেতে মন উঠবে না।

নকুড়। তোকে যেতে হবে। এক্ষুনি যেতে হবে। নিতে যখন এসেছি, না নিয়ে যাব না।

পদ্মা। না গেলে ধরে নিয়ে যাবে তো গায়ের জোরে? একা এসেছ, না লোক আছে সঙ্গে?

নকুড়। লোক আছে। জোর জবরদস্তি করতে চাই না বলে তাদের বাড়ীর মধ্যে আনি নি। নিজের ইচ্ছেতেই তুই চল পদ্মা, কটা ছোট জাতের লোক তোকে ছোঁবে, আমার তা ভাল লাগে না।

পদ্মা। ডাকো না তোমার লোককে, আমায় ছোঁবার চেষ্টা করুক।

নকুড়। (পদ্মার নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব দেখে একটু ভড়কে গিয়ে) কি করবি তুই? কি তোর করার ক্ষমতা আছে! ডাকলেই ওরা এসে মুখে কাপড় গুঁজে ধরে নিয়ে যাবে। কি করে ঠেকাবি তুই? তোর বাবা বাড়ী নেই, গাঁয়ে দু'চারজনের বেশী পুরুষ নেই। কে তোকে উদ্ধার করতে আসবে? (সন্দিগ্ধভাবে) তোর হাতে ওটা কি?

পদ্মা। অস্ত্র। তোমার মত এমনি ভাবে এসে কেউ যাতে আমাদের মুখে কাপড় গুঁজে ধরে নিয়ে যেতে না পারে সেইজন্য সুভাদিদি এই অস্ত্র দিয়েছে। গাঁয়ের সব মেয়েকে একটি করে দেওয়া হয়েছে। তোমার বৌ থাকলে সেও একটা পেত।

নকুড়। কি অস্ত্র? পিস্তল নাকি?

পদ্মা। পিস্তল নয়, বাঁশী। আমাদের বাড়ীটা অন্য সবার বাড়ী থেকে একটু দূরে কিনা, তাই আমায় সব চেয়ে বড় বাঁশীটা দেওয়া হয়েছে। পাড়ার যাদের ঘেঁষাঘেষি বাড়ী, তাদের ছোট টিনের বাঁশী,—সরু

আওয়াজ বেরোয়। আমার এ বাঁশীটা সদর থেকে কেনা, টিনের বাঁশীগুলো বানিয়েছে মদন কম্মোকার। একাদশেও তিন কুড়ি বাঁশী বানাতে পারে।

নকুড়। বাঁশী! তাই বল্।

পদ্মা। বাঁশী বলে গেরাহ্যি হল না বুঝি? আমি এটা মুখে তুললে কি হবে জানো? এদিকে ক্ষেন্তি, বকুল, পদ্মপিসী, ওদের মা, ওদিকে ছুতোর বৌ, মাখনের মা, আন্নাবালা, আর ওই পশ্চিমে বিধু, কৈবর্ত্তী, মালতী ওরা সবাই শুনতে পাবে। সঙ্গে সঙ্গে আঁচলে বাঁধা বাঁশী মুখে তুলে ফুঁ দেবে, নয় তো, শাঁখ বাজাবে সেই বাঁশী শুনে দূরে দূরে যত বাড়ী আছে সব বাড়ীতে বাঁশী আর শাঁখ বাজতে থাকবে। সারা গাঁয়ে হৈ চৈ পড়ে যাবে এক দণ্ডে। পুরুষ যারা আছে দু'দশজন তারা লাঠিসোটা নিয়ে আর মেয়েরা আঁশবটি নিয়ে ছুটে এসে তোমাদের দফা নিকেশ করবে। তার মধ্যে আমিও তোমাদের দু'একজনের দফাটা নিকেশ করে রাখব।

নকুড়। তুই তবে যাবি নে পদ্মা? সত্যি যাবি নে? পাল্কী ফিরিয়ে নিয়ে যাব?

পদ্মা। তাই যাও ভালয় ভালয়।

(নকুড় তবু একমুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করল। লোভাতুর চোখে পদ্মাকে দেখতে দেখতে সে যেন হঠাৎ তাকে আক্রমণ করে মুখ চেপে ধরার সম্ভাবনার কথাই বিবেচনা করতে লাগল। তারপর পদ্মার বাঁশী ধরা হাতটি ধীরে ধীরে মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে

(তার যেন চমক ভাঙল। আরও এক মুহূর্ত পদ্মার দিকে তাকিয়ে থেকে সে চলে গেল।)

পদ্মা। (আপন মনে) মনে করেছিলাম শুভাদিদির সব ছেলেমানুষী, এ ছেলেখেলার বাঁশী কোন কাজে লাগাবে না। কাজে তো লাগল! বাজিয়ে দিলেই হত বাঁশীটা, বুড়োর কিছু শিক্ষে হত। ব্যাটা লোক দিয়ে পেছন থেকে লাঠি মেরে সে মানুষটার মাথা ফাটিয়েছে! যাক গে, মরুক। পাগলামি যা করছে, আমার জন্যেই তো। মাথা খারাপ হয়ে গেছে। রাগ ও হয়, মায়াও হয় বুড়ো ব্যাটার জন্যে।

(হুইসল ও টিনের বাশীর আওয়াজ শুনে উৎকর্ণ হয়ে)

বাশী বাজছে না? কার বাড়ীতে আবার কি হল! আমাকেও তো বাজাতে হয়! (সজোরে হুইসেলে ফুঁ দিল) আঁশবটি নিয়ে যাব নাকি? নিয়েই যাই, দু'এক কোপ যদি বসাতে পারি কোন হতচ্ছাড়া চোর ডাকাতকে।

(পদ্মা বাইরে যাবার উপক্রম করতে নকুড়ের গলায় কাঁধের উড়ানিটি বেঁধে রামঠাকুরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে এল। রামঠাকুরের হাতে মোটা একটি লাঠি।)

রামঠাকুর। ধরেছি পদ্মা। চোরের মত বাড়ী থেকে বেরিয়ে পেছনে আমবাগানে পাঁচ ছ'টা ষণ্ডা ষণ্ডা লোকের সঙ্গে কিসফাস করছিল। হাঁক দিতেই তারা ভেগেছে। ভাগবে আর কোথায়, যে গ্রামের বাঁশী বাজিয়ে দিয়েছি। গিন্নীর বাঁশীটা জন্যে কোমরে

গোজা ছিল!

পদ্মা। করেছ কি ঠাকুরমশায়? এখুনি যে গাঁয়ের মেয়ে পুরুষ ছুটে এসে জড়ো হবে। দে'মশায় বিদের নিয়ে চলে যাচ্ছিল যে।

নকুড়। ও পদ্মা, বাঁচা আমায়। গলায় ফাঁস লাগল! (রামঠাকুর উড়ানি খুলে নিতে) সবাই এলে বলিস কিন্তু আমি কিছু করি নি, আমি চলে যাচ্ছিলাম। গোড়াতেই স্পষ্ট করে বলিস পদ্মা। তোর বলতে বলতে যেন কেউ কোপটোপ না বসিয়ে দেয়।

রামঠাকুর। রাম, রাম! বিদেয় কান্না কাঁদতে এসেছিস তাকি জানি আমি! বাজা বাজা শাঁখটা বাজা শীগগির।

(পদ্মা শঙ্খ মুখে তুলে তিনবার বাজালো। চারিদিকে বাঁশীর শব্দ মিলিয়ে গেল।)

নকুড়। তিনবার শাঁখ বাজালো কেউ আসবে না নাকি?

পদ্মা। আসবে। বাঁশী যখন বেজেছে পাড়ায় যারা পাহারা দেয় তাদের একজন খোঁজ নিতে আসবেই। সঙ্গে শাঁখ এনে তুমিও তো তিনবার বাজিয়ে দিতে পারতে!

নকুড়। তা দিতাম না পদ্মা, দিতাম না। আমি তোর অনিষ্ট করতে চাই নি। তোকে আমি ছেলেবেলা থেকে স্নেহ করি পদ্মা।

রামঠাকুর। কার ছেলেবেলা থেকে?

মধুর প্রবেশ। মাথায় এখনো তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। হাতে মোটা একটা লাঠি। সঙ্গে ছোটলাল, কাদের, আমিরুদ্দীন, আজল ও শম্ভু।

শম্ভু। কি হয়েছে পদ্মা?

পদ্মা। দে'মশায় আমার কোন অনিষ্ট করতে না চেয়ে একটা পাল্কী আর

পাঁচ সাত জন ষণ্ডা গোছের লোক সাথে নিয়ে এসেছিল·—

নকুড়। আমি তোর কিচ্ছুই করিনি পদ্মা!

পদ্মা। ভয় পাচ্ছ কেন দে'মশায়? আমি কি বলেছি তুমি কিছু করেছ? তারপর আমার কোনি অনিষ্ট না করেই দে'মশায় চলে যাচ্ছিলেন, ঠাকুরমশায় দেখতে পেয়ে বাঁশী বাজিয়ে গলায় গামছা দিয়ে টেনে এনেছেন।

রামঠাকুর। গামছা নয়, উড়োনি। পূজোর ফুল পাতা নৈবিদ্য বাঁধা হয়, এ উড়ানি অতিশয় পবিত্র। গলায় দিলে কারো অপমান হয় না। স্পর্শে বরং পুণ্য হয়।

মধু। দুর্ম্মতির কি তোমার শেষ নেই দে'মশায়? কখনো ভুলেও সোজা পথে চলতে পার না? মাঝে মাঝে সাধ যায় তোমার মনটা কি দিয়ে গড়া তাই দেখতে। আধ পেটা খেয়ে দিন কাটত, নিজের চেষ্টায় অবস্থা ফিরিয়েছ, ঘরবাড়ী টাকা পয়সা লোকজন কোন কিছুর অভাব তোমার নেই। দুঃখকষ্ট সয়ে উন্নতি করার কথা বলতে লোকে তোমার কথা বলে। তুমি তো অপদার্থ নও। বুদ্ধিমান লোক তুমি। সাধ করে কেন বাঁকা পথে চলে অন্যায় কাজ কর? ভাল কর না কর, পরের ধানে মই না দিয়ে শুধু মানিয়ে চললে দশজনে তোমার নাম করত, খাতির করে চলত তোমায়। তার বদলে অন্যায় কাজ তুমি করেই চলেছ একটার পর একটা। তিন গাঁয়ের মানুষ এক হয়ে তোমার ঘরদুয়ার জ্বালিয়ে তোমাকে খুন করতে গেল, গাঁয়ের বাস তুলে তোমার দেশছাড়া হতে হচ্ছে, তখনও তোমার এই মতিগতি!

নকুড়। (তেজের সঙ্গে) তুই আমাকে তত্ত্ব কথা শোনাস্ না মধু।

মধু। আবার তুই তোকারি আরম্ভ করলে?

নকুড়। মারবি? আয় মধু, মার। আর তোকে আমি ভয় করি না। তোর বাহাদুরী ঢের সয়েছি, আর সইব না। আয় এগিয়ে, এই বুড়ো বয়েসে তোর সঙ্গে আজ আমি হাতাহাতি মারামারি করব। আয় বলছি পাজী বজ্জাত হারামজাদা—গাল দিলাম যাতা বলে, মারমুখো হয়ে আয় দিকি একবার। তুই একটা ছোরা নে, আমায় একটা ছোরা দে। একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক তোতে আমাতে। কইরে শুয়ার আয়? আজ যে বড় গাল শুনেও রাগ হচ্ছে না তোর! বাপ তুলে গাল দেব?

মধু। মুখ সামাল দে'মশায়!

নকুড়। তোর ভয়ে? গায়ে তোর জোর বেশী বলে? গাঁয়ে মেয়েগুলো পর্য্যন্ত ভয় ডর ভুলেছে, কোমরে ছোরা গুঁজে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি পুরুষ হয়ে তোকে ডরাব? নে, গাল আর দেব না কিন্তু খুন তোকে আজ আমি করব মধু। নয় তোর হাতে আজ খুন হব। তুই আমাকে সাতপুরুষের ভিটে ছাড়া করেছিস, কুকুর বেড়ালের মত আমায় গাঁ ছেড়ে পালাতে হচ্ছে, তোকে যে জ্যান্ত রেখে যাচ্ছিলাম কেন তাই ভাবি। লাঠি, ছোরা, রামদা, যা খুসী একটা নে মধু, চ' দুজনে বাগানে যাই।

শম্ভু। কেন মাথা গরম করছ দে'মশায়? রওনা হয়ে বেরিয়েছ বাড়ী থেকে, যেখানে যাচ্ছিলে চলে যাও।

কাদের। কত বড় খারাপ মতলব নিয়ে এ বাড়ী ঢুকেছিলে, ভুলে গেছ এরি মধ্যে? জেলে না দিয়ে তোমায় এনারা ছেড়ে দিলে। তুমি আবার হম্বিতম্বি করছ!

রামঠাকুর। এ লোকটা কি!

নকুড়। (সকলের মন্তব্য অগ্রাহ্য করে, রামঠাকুরের হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে) বাপের ব্যাটা যদি হোস মধু, লাঠি নিয়ে বাগানে চল।

মধু। (হেসে) চলো। এত যদি লাঠি চালাতে জান দে'মশায়, পেছন থেকে লাঠি মেরে জখম করেছিলে কেন? সামনাসামনি আসতে পার নি সেদিন?

নকুড়। আমি লাঠি মারি নি। আমার লোক মেরেছিল। আজ সামনা-সামনি মারব।

পদ্মা। (মধুকে) যেও না তুমি। দে'মশায়ের মতলব আমি বুঝেছি। তোমার হাতে খুন হয়ে তোমাকে ফাঁসি দেওয়াতে চায়।

মধু। এত কাণ্ড করেও তোমার সাধ মিটল না? যাবার আগে আবার একটা হাঙ্গামা করতে চাও?

নকুড়। আমি যদি না যাই!

রামঠাকুর। সেকি হে? পল্কী বেয়ারা সঙ্গে নিয়ে তুমি না বিদায় কান্না কাঁদতে এসেছিলে? এখন যাব না বলছ কি রকম?

নকুড়। কেন যাব? আমার সাতপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে আমি যাব কেন? কি করেছি আমি!

রামঠাকুর। তা বটে।

নকুড়। নিজের পয়সা দিয়ে জিনিষ কিনেছি, আমি তা মাটিতে পুঁতে রাখি, জঙ্গলে লুকিয়ে রাখি, খানা ডোবায় ফেলে দিই, তোমাদের বলবার কি অধিকার আছে? আমার অন্যায় কোথায়! যার পয়সা নেই, যে কিনতে পারে না, সে এসে ভিক্ষে চাইল না কেন, আমি ভিক্ষে দিতাম। গায়ের জোরে ইচ্ছামত দাম দিয়ে কিনবার কি অধিকার আছে তোমাদের?

সকলে হেসে ফেলে, পদ্মা শুদ্ধ। নকুড় চেয়ে থাকে উন্মাদের মত বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে।

পঞ্চম দৃশ্য

আসন্ন সন্ধ্যা। গ্রামের পথ, কাছাকাছি কয়েকখানা খড়ে ছাওয়া মাটির ঘর। একদিকে গাছপালা ঝোপ ঝাড়। অন্যদিকে মাঠ, ক্ষেত। চারিদিক নিঃশব্দ, পাখীর ডাক ছাড়া কোন শব্দ শোনা যায় না। ঝোপের আড়ালে লুকানো দু'জন লোক ছাড়া আশেপাশে মানুষ চোখে পড়ে না। লোক দুজনের লুকিয়ে থাকার জন্য নির্জ্জনতা কেমন রহস্যময় মনে হয়। সেই রহস্যের অনুভূতি আরও গভীর হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে দু'একজন চাষী শ্রেণীর লোকের ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে প্রবেশ করায়। তারা নিঃশব্দে চলে যায়।

তারপর প্রবেশ করে শম্ভু ও ভূষণ। দুজনে প্রায় সমবয়সী, শম্ভুর চেয়ে ভূষণকে একটু বেশী বুড়ো দেখায়। গাছের আড়াল থেকে মধু ও মাখন বেরিয়ে আসে।

মধু। খবর কি খুড়ো ?

ভূষণ। নতুন খবর আর কি। ওই গুজবটাই শুনছি, আজকালের মধ্যে গাঁয়ে হানা দেবে।

শম্ভু। আজ রাতে এলেই বিপদ।

মধু। আজ রাতে এলেও বিপদ, কাল রাতে এলেও বিপদ। বিপদ যা তা আছেই।

মাখন। আমি বলি, দিনের চেয়ে রাতে এলেই ভাল। মেয়েছেলে গরুবাছুর নিয়ে বন জঙ্গল খানা ডোবায় লুকিয়ে পড়া যায়, গুঁতোও দেয়া যায় ফাঁকতালে দু'একটাকে দু'এক ঘা।

ভূষণ। আর গুঁতো দিয়ে কাজ নেই বাপু, ঢের হয়েছে। গুঁতোর ঠেলা সামলাতে প্রাণ গেল।

মাখন। যাবার জন্যেই তো প্রাণ।

ভূষণ। তোর তামাসা রাখ মাখন। সব সময় ভাল লাগে না তামাসা।

শম্ভু। মোর ভাবনা আজ রাতের লেগে। রাতে মোর পাহারা নয়ানদীঘির মোড়ে। ঘরটা থাকবে খালি। বলায়ের মা থাকবে বলেছে বটে রাতে মেয়েটার কাছে, তা মেয়েমানুষ তো বটে দুজনাই। কি করবে, কোনদিকে যাবে দিশেমিশে পাবে না হয় তো।

মধু। মোরা তো আছি। কিছু হলে পৌঁছে দেব'খন গড়ে। কিন্তু তোমায় আবার পাহারায় দিলে কেন সামন্তমশায়, মোরা এত যোয়ান মদ্দ থাকতে?

শম্ভু। (সগর্বে) আমি যেচে নিইছি। সবাই বলে এই করেছি, ওই করেছি, আমি পারি নে? বুড়ো এখনো হাইনি বাপু, নিজেকে যতই যোয়ান ভাবো।

মধু। তা রাতে কেন? দিনে পাহারা নিলেই হত।

শম্ভু। যেমন লিষ্ট করেছে।

মধু। আচ্ছা, কাল আমি তা ঠিক করে দেব সামন্তমশায়।

(পদ্মা এল শম্ভুরা যেদিক থেকে এসেছিল তার অপর দিক থেকে।)

পদ্মা। বাবা! বাবা!

শম্ভু। কি ছুটোছুটি করিস পদি, বয়েস হয় নি? খুকীটি আছিস এখনো?

পদ্মা। খপর দিতে এলাম।

শম্ভু। কি খপর?

পদ্মা। আজ রাতে পাহারায় যেতে হবে না তোমায়। নিতুর বাবা আর রসিক মামা বললো আমায়।

শম্ভু। বাড়ী এয়েছিল?

পদ্মা। এ্যাঁ? বাড়ী? মোদের বাড়ী? না তো।

শম্ভু। কোথায় বললো তবে তোকে?

পদ্মা। আমি গিছলাম কিনা মাইতি বাড়ী।

শম্ভু। কেন গেছলি মাইতি বাড়ী?

পদ্মা। এমনি গেছলাম!

শম্ভু। সত্যি বল পদি কেন গেছলি তুই মাইতি বাড়ী। ও বাড়ীতে ওনারা পরামর্শ করতে জড়ো হন, ওখানে তোর যাবার কি দরকার?

পদ্মা। তোমার শুধু কেন আর কেন। কেন এই করেছিস, কেন ওই করেছিস। ভাল খপরটা দিলাম।

শম্ভু। কেন গেছলি বল্ পদি।

পদ্মা। তোমার কথা বলতে গিছলাম।

শম্ভু। কেন? আমার কথা বলতে গেছলি কেন?

পদ্মা। যাব না? দুপুর রাতে বেরিয়ে সারারাত তুমি বাইরে কাটাবে,

ঠাণ্ডা লাগবে না তোমার? অসুখ করবে না? সথ হয়েছে, দিনের বেলা পাহারা দিও।

মাখন। মন্দ কি করেছে কাজটা? বুদ্ধি আছে তোর পদি।

পদ্মা। নেই ভেবেছিলে নাকি তবে? নিতুর বাপ কি বললো জান মাখনদাদা, বললো—ভাগ্যে তুই এসে বললি পদি, নয় তো ভুল করে বুড়ো মানুষটাকে রাতের পাহারায় পাঠিয়ে মুস্কিল হত অসুখ বিসুখ হলে।

শম্ভু। (গুম খেয়ে) ছোটলাল যদি রাগ করে?

মধু। (হেসে) ক্ষেপেছ নাকি সামন্তমশায়? ছোটলাল যা করে সবার সাথে পরামর্শ করেই করে। কারো ন্যায্য কথা অমান্য করে না কখনো। বার বার মোদের বলেছে শোন নি—সে হাকিম, না পুলিশ, না জমিদার যে হুকুম জারি করবে?

মাখন। লোক ভাল ছোটলাল। এত বড় বুকের পাটা কিন্তু কি নরম মানুষটা। আবার গরম হলে আগুণ।

মধু। কথা বলে খাঁটি। বলে, আমার একার কথা কি কথা? তোমাদের যদি বোঝাতে পারলাম তো ভাল, না পারলে তোমাদের কথার পরে আর কথা নেই। কি ভাবে বোঝালে মোদের, কি ভাবে সামলালে।

ভূষণ। ছোটলাল দেখি দেব্‌তা হয়ে উঠেছে তোমাদের।

মধু। দেব্‌তা কিসের? বন্ধু।

মাখন। তুমি হও না দেব্‌তা?

ভূষণ। চল হে চলো, আমরা যাই।

পদ্মা, শম্ভু ও ভূষণ চলে গেল। একটু পরেই ছুটে পদ্মা ফিরে এল।

পদ্মা। মাখনদাদা, কত বড় পেয়ারা হয়েছে ত্যাখো। তিনটে এনেছি তোমাদের জন্ত।

মাখন। আমি দুটো মধু একটা তো ?

পদ্মা। ভাগ নিয়ে তোমরা কামড়াকামড়ি কর। আমি কি জানি ?

পদ্মা চঞ্চল পদে চলে গেল।

মাখন। (পেয়ারা খেতে খেতে) আজকালের মধ্যে মোদের গাঁয়ে হানা দেবে শুনছি পাঁচ সাতদিন ধরে। কদিন এমন চলবে ?

মধু। যদ্দিন ওনারা চালান। কাল পলাশপুরে ছোঁ মেরেছে। আজকালের মধ্যে মোদের জুনপাকিয়ায় আসতে পারে, আশ্চর্য্য কি ?

মাখন। আসেই যদি তো আসুক, ঢুকে বুকে যাক। যে কটা মরে মরুক যে কটা ঘর পোড়ে পুড়ুক।

মধু। গাঁয়ের ঝাল কিছু ঝাড়বেই, সে তো জানা কথা। হেথায় হাঙ্গামা বলতে গেলে কিছুই হয় নি, তবে ওদের কি আর বাছ বিচার আছে। এ দুর্দ্দিনে বাঁচবার জন্ত একসাথে মিলছি, এটাই মস্ত দোষ হয়েছে হয় তো। পলাশপুরও যখন বাদ গেল না, জুনপাকিয়া সহজে ছাড়া পাবে না।

মাখন। কিন্তু মেয়েদের ইজ্জৎ !

মধু। সেটা কি আর মোরা বেঁচে থাকতে যাবে ?

মাখন। গেছে তো অনেক যাগায়, পুরুষরা বেঁচে থাকতেও।

মধু। জুনপাকিয়ায় যাবে না।

মাখন। তোর জুনপাকিয়াও অন্ত গাঁয়ের মতই মধু।

মধু। সে তো ঠিক কথাই। একি আর একটা গাঁয়ের বাহাদুরী দেখানোর

ব্যাপার? কখনো যা ঘটে নি তাই ঘটলো বটে, তবু একজন একা বীর হলে কি হবে। দশটা গাঁর বীরত্বে কি হবে। এটা কি জানিস, বড় একটা চিহ্ন শুধু। তবে ছোটলাল বলে, যা করার তা করতে হবে, যা সওয়ার তা সইতে হবে। দিন তো আসবে একদিন মোদেরও। আর সব সয়ে যাব, মেয়েদের ওপর অত্যাচার সইব না। সরিয়ে ফেলে, লুকিয়ে রেখে, বাঁচাবার ব্যবস্থা করেছি ওদের—তবু যদি ওদের ওপর ছোঁ মারতে যায়, তখন আর সইব না। প্রাণ থাকতে নয়। তাই বলছিলাম, মোরা বেঁচে থাকতে জুনপাকিয়ার মেয়েদের ভয় নেই। সবাই মরলে তাঃপর যা হবার হবে।

মাখন। মুখ বুজে সইব, এ যেন এখনও মোর কেমন ঠেকে।

মধু। ওই যে ছোটলাল বললেন, যা করার তা করতে হবে। মুখ থাকতে মুখ বুজবো কেন? তবে যে যার খুসী মত বললে আর করলে কি কোন লাভ আছে।

মধু। তোকে বলি মাখন, কারু কাছে ফাঁস করিস না।

মাখন। তোতে আমাতে বেফাঁস কথা কইবার কি আছে শুনি?—কে? কে যায়?

চাদর মোড়া এক মূর্ত্তি এল। দ্রুতপদে আসছিল, থমকে দাঁড়াল। কণ্ঠস্বর ভয়ার্ত্ত।

আগন্তুক। আমি, আমি। আমি বাবা, আমি।

মধু। দে'মশায়? এমন করে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়েছ কেন? মুখ দেখার যো নেই, যেন কনে বৌটি।

নকুড়। যা শীত বাবা।

মধু। সন্দে বেলাই এত শীত ?

মাখন। তা, এই শীতে কোথা গিয়েছিলে খুড়ো ?

নকুড়। বুড়ো মানুষ বাবা, একটু শীতে কাঁপন ধরে। হাড় কন কন করে। তোমাদের বয়েস কি আছে বাবা।

মধু। এমন বুড়ো তুমি নও দে'মশায়। তোমার চেয়ে বুড়ো লোক রাতে পাহারা দিচ্ছে।

মাখন। বিয়ে তো করলে এই শীতে ভূষণ খুড়োর মেয়েটাকে। এমনি চাদর মুড়ি দিয়েছিলে নাকি বিয়ের আসরে ? আচ্ছা, সে নয় খুড়ীকে শুধোবো কেমন কেঁপেছিলে ঠক ঠক করে বিয়ের রাতে। এখন বল দিকি, গিছ্লে কোথা ?

নকুড়। এই কি জানো, গিছলাম বাবা বীরগাঁ, বোনাইবাড়ী। তোমাদের খুড়ী কাল থেকে ক্ষেপে আছে, খালি বলে যাও, যাও, খপর নিয়ে এসো মোর বোনের। তা' করি কি যেতে হল।

হৃদয় এলো। পরণের গামছা হাঁটুতে নামে নি। আটহাতি ছেঁড়া মোটা ধুতিটি চাদরের মত গায়ে জড়ানো। হাতে একটা মোটা লাঠি। সহজ, সরল চাষী-মজুর—একটু বোকসোকা।

হৃদয়। দেখলে খুড়ো ? লাগাল ধরেছি ঠিক। বললে কিনা, মাঠে যাবি তো যা হিদয়, তত খনে ঘর পৌঁছে যাব। হিদয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে পারলে খুড়ো ? ধরিছি না গাঁয়ে ঢোকার আগে! পয়সা কটা কিন্তুক আজ দিতে হবে খুড়ো। খুদির মা নয়তো খেয়ে ফেলবে মোকে।

মাখন। খুড়োর সাথে গিছলে নাকি হিদয় ?

নকুড়। হ্যাঁ বাবা, হিদয়কে সাথে নিছলাম। আয় হিদয়, যাই। পয়সা দেব তোকে আজই।

মাখন। দাঁড়াও খুড়ো, একটু দাঁড়াও। বলি ও হিদয়, বীরগাঁ গেলে একবার বলে যেতে পারলে না মোকে? একটা চিঠি দিতাম ছোট মহালের নায়েবকে?

হৃদয়। বাঃ রে কথা! বীরগাঁ? বীরগাঁ গেলাম কবে? খুড়ো বললো হিদয়, খাসধুরো যাবি আসবি মোর সাথে, দশগণ্ডা পয়সা পাবি। আমি বললাম, খুড়ো, দশগণ্ডা নয়, এগার গণ্ডা দিতে হবে, সাত কোশ রাস্তা। তা খুড়ো বললে, হৃদয়, আটগণ্ডা যদি নিস তো খেতে পাবি পেট ভরে, ভাত রুটি মাংসো বিস্কিউট—ব্যাটা জীবনে খাস নি! খুড়ো মোকে ব্যাটা বললে, শুনছো? খুড়ো বলে ডাকি, মোকে বললে ব্যাটা!

নকুড়। ব্যাটা পাগল।

মাখন। খুড়ো, খাসধুরো গিছলে কেন?

নকুড়। তোর তাতে দরকার? মোর যেথা খুসী যাব।

মাখন। চটছো কেন খুড়ো। আমার কি দরকার, গাঁয়ের লোক যে জানতে চাইবে, নকুড় খুড়ো এত ঘন ঘন খাসধুরো যায় কেন, ওনাদের খাস আড্ডায়। তলে তলে কারবার করছে নাকি ওনাদের সাথে?

নকুড়। বড় তোরা বাড়াবাড়ি করিস বাপু। আমি গেলাম দর জানতে সর্ষে আর সোণার, কিসের আড্ডা কাদের আড্ডা কিসের কি, আমি তার কি জানি। তোদের খালি সন্দেহ বাতিক।

মধু। সর্ষে আর সোণার দর?

নকুড়। না তো কি? সর্ষে কিছু ধরা আছে, ভেবেছিনু নতুন সর্ষের সাথে মিশিয়ে বেচব। তা খুড়ী তোদের গোঁ ধরেছে, সাতদিনের মধ্যে গয়না চাই। হঠাৎ বিয়েটা হল, গয়নাগাঁটি তৈরী তো হয় নি কিছু। যত বলি সময় মন্দ, দু'দিন যাক, খুড়ী তোদের কথা শোনেন না।

মাখন। ছেলেমানুষ তো, পদির চেয়ে ছেলেমানুষ। ভাবছে হয় তো ফাঁকি দেবে।

নকুড়। তামাসা রাখ মাখন।

মাখন। তামাসা কি খুড়ো, এমন গোঁ তোমার বিয়ে করার যে শেষে ভূষণ খুড়োর ওই কচি মেয়েটাকে বিয়ে করে বসলে, গাঁয়ের লোককে দেখিয়ে দিলে বিয়ে তোমার ঠেকায় কার সাধ্যি! ভাবলে বুঝি যে গাঁয়ের লোককে জব্দ করলে বিয়ে করে। তোমার তামাসায় আমরা হাসছি কদিন। তা যাক গে খুড়ো সে কথা, সর্ষের ব্যাপারটা কি শুনি।

নকুড়। তোদের বড় জেরা বাপু।

মাখন। জেরা কিসের খুড়ো, সর্ষে বেচে খুড়ীকে গয়ণা দেবে এ তো সুখবর, আনন্দের কথা। দশবিশ হাজার যা জমা আছে টাকা তোমার, তাতে তো আর গয়ণা হবে না খুড়ীর—সর্ষে না বেচা হলে বেচারা ফাঁকিতে পড়বে। তা সর্ষে বেচলে?

নকুড়। ভাল দর পেয়েছি। ভাবলাম চুপি চুপি বেচে দেব কাউকে না জানিয়ে, তা তোদের জ্বালায় কি চুপচাপ কিছু করার যো আছে।

মাখন। সর্ষে দেখাবে খুড়ো?

নকুড়। আরে বাবা, সেকি হেথায় রেখেছি? বীরগাঁয়ের বোনায়ের ওখানে আছে।

মাখন। গল্প বানাতে ওস্তাদ বটে তুমি খুড়ো। বলি হিদয়, খুড়ো কোথা কোথা গিছ্‌লো রে খাসধুরোয় ?

হৃদয়। কে জানে বাবা। মোকে হীরুর তেলেভাজার দোকানে বসিয়ে রেখে খুড়ো গেল খালধারে তাঁবুর দিকে। তারপর কোথা কোথা গেল ভগবান জানে।

নকুড়। (তাড়া দিয়ে) হয়েছে, হয়েছে। আয় হিদয়, যাই আমরা।

মাখন। একবার মাইতি বাড়ী হয়ে যেতে হবে খুড়ো।

নকুড়। তোর হুকুমে নাকি ?

মাখন। ছি ছি, হুকুম কিসের। এই জোড় হাতের আবদারে। মধু, খুড়োর সাথে ঘুরে আসছি মাইতি বাড়ী। হিদয়, তুমিও এসো সাথে। ভয় নেই। যা যা শুধোবে, ঠিক ঠিক জবাব দিও।

গজর গজর করতে করতে নকুড় চলে গেল। সঙ্গে গেল মাখন ও হৃদয়। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল চারিদিক। সন্ধ্যার অন্ধকার আরও গভীর হয়ে এল। দূর থেকে শোনা গেল এক শ াখের আওয়াজ —বহুদূর থেকে।

মধু। একটা শ াখ ! সাঁঝেও তো শ াখ বাজানো বারণ। কারও বাড়ীতে ভুলে গেল নাকি ?

তারপর কাছে ও দূরে অনেকগুলি শাঁখ একসঙ্গে বেজে উঠল। মধু তার হাতের শাঁখটি মুখে তুলে বাজাল। দূরে শোনা গেল কোলাহল আর্তনাদ ও দমদাম শব্দ। মধু ছুটে গেল গাঁয়ের দিকে। তারপর আবার ছুটতে ছুটতে ফিরে এল, সঙ্গে পদ্মা।

মধু। কি বলে তুই এ দিকে এলি বল দিকি।

পদ্মা। না এসে থাকতে পারলাম না। মনে হল এদিকেই ওরা আসছে, কি জানি তোমার কি করবে ·

মধু। তাই তুই বাঁচাতে এলি আমায়। যদি বা বাঁচতাম—এবার দুজনেই মরব। অত করে শিখিয়ে দিলাম, গড়ের ধারে যেখেনে গিয়ে লুকোবে সব, সেখানে যাবি। তুই এলি এদিক পানে ছুটে !

পদ্মা। তোমার বোনকে পাঠিয়ে দিয়েছি সেখানে।

(কোলাহল কাছে এগিয়ে আসে)

মধু। বেশ করেছিস। কি করি এখন তোকে নিয়ে আমি।

পদ্মা। আমার জন্যে ভেবো না। দু'জনে লুকোই চলো। ওরা বুঝি এল।

মধু। এই পুকুরে নাম গিয়ে। পানায় গলা ডুবিয়ে থাকবি। নিমুনিয়া হবে নির্ঘাৎ—কিন্তু উপায় কি।

পদ্মা। আর তুমি ?

মধু। যা বলি তা শোন। কথা বলিস না। নিজে যদি বাঁচতে চাস, মোকে বাঁচতে দিতে চাস, কথা শোন। নয় তো দু'জনে মরব।

অনিচ্ছুক পদ্মা কয়েক পা এগিয়ে গেছে, কাছে বন্দুকের আওয়াজ হল। মধু পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। পদ্মা আর্তনাদ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

মধু। পালা ! পালা ! বেইজ্জৎ করবে তোকে—পালা।

পদ্মা। না। তোমায় ফেলে পালাব না আমি।

মধু। তুই না থাকলেই বাঁচব যদি। তুই থাকলে আরো মেরে ফেলবে আমায়। তুই কাছে না থাকলে মরার ভান করব—কিছু করবে না। যা—পালা শীগগির। মোকে যদি বাঁচাতে চাস, পালা।

পদ্মা উঠে পালিয়ে যায়। পরক্ষণে অল্প দূর থেকেই শোনা যেতে থাকে তার আকাশচেরা আর্ত্তনাদের পর আর্ত্তনাদ। হঠাৎ সে আর্ত্তনাদ থেমে যায়। মধু প্রাণপণে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও কিছুতে উঠতে পারে না, কেবলি পড়ে পড়ে যায়।

—যবনিকা—